বিষাদ-সিন্ধু !!!

এজিদ্-বধ পর্ব্ব।

মীর মশাররফ্ হোসেন প্রণীত

ও

শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক
কুষ্টিয়া,—লাহিনীপাড়া হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৪৬ নং পঞ্চাননতলা লেন ভারত মিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য ॥০ আনা।

লিখকের কয়েকটি কথা।

পাঠক। ১২৯১ সাল হইতে ১২৯৭ সালের ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত প্রায় ৭টী বৎসর মাঝে মাঝে বিরহ, বিচ্ছেদ ঘটিয়া,—সময় সময় দেখা হইয়াছে। আবার দেখা হইবে, আশাও রহিয়াছে। এবাবে আর আশার কোন কথা নাই। কিছু দিনের জন্য বিদায়, কি চির-বিদায়, তাহা কে বলিতে পারে? আব কে জানে? যিনি জানিবাব তিনি জানেন। পাঠক! অনেক দিনের কথা. ভুল ভ্রান্তি হইবারই বেশি সম্ভাবনা। দয়া প্রকাশে সংশোধন করিয়া লিখককে লিখিলে যথার্থই বন্ধুর কার্য্য করা হইবে।

প্রিয় পাঠক এবং পাঠিকাগণ! এখন লিখক নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। তবে—আসি। আশীর্ব্বাদ করিবেন।

আপনাদের চির আজ্ঞাবহ—

মীর মশাররফ্ হোসেন

শান্তিকুঞ্জ—টাঙ্গাইল।

বিষাদ-সিন্ধু!!

এজিদ-বধ পর্ব্ব।

প্রথম প্রবাহ।

বন্দীর মনে নানা ভাব, নানা চিন্তা, নানা সন্দেহ। বন্দীগৃহ সজ্জিত এবং সুরম্য হইলেও কষ্টের একশেষ। প্রকাশ্য কোনরূপ অভাব না থাকিলেও মহা যন্ত্রণার স্থান। বন্দীমাত্রেই যে যথার্থ অপরাধী, সকলেই যে ন্যায় বিচারে দণ্ডিত, তাহা নহে। নির্ভুল অন্তর জগতে নাই। ভ্রমশূন্য মজ্জা মানুষের আছে কিনা সন্দেহ। ইহার পরেও প্রভুত্ব, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থ, উপরোধ, নানাপ্রকার কথা আছে।

পাঠক! এইত আপনার সম্মুখে দামেস্ক কারাগার। সুবিচার, অবিচার, প্রভুত্ব, হিংসা নানারূপ চিহ্ন বর্ত্তমান। ঐ দেখুন, জীবন্ত নরদেহ লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। অনাহার এবং অনিয়মে শরীর জীর্ণ, বর্ণ বিবর্ণ, চক্ষু কোটরে,—কাহার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত। কাহার গলদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত। আবার দেখুন, নরাকার রাক্ষসগণ, জীবন্ত জীবের অঙ্গ হইতে কেমন করিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা হাসিতে হাসিতে চর্ম্ম ছাড়াইয়া লবণ মাখাইতেছে। সাঁড়াশী দিয়া চক্ষু টানিয়া বাহির করিতেছে। উহু! কি অসহনীয় ব্যাপার! কি হৃদয়-বিদারক শাস্তি! দেখুন! দেখুন!! জ্বলন্ত লৌহশলাকা মানুষের কাণে

পায়ে হাতুড়ীর আঘাতে বসাইয়া মৃত্তিকার সহিত কি ভাবে আঁটিয়া দিতেছে। এ সময়ে তাহার প্রাণে কি বলিতেছে? তাহা কি ভাবা যায়, না সহজ জ্ঞানে বোঝা যায়? হস্ত পদ মৃত্তিকার সহিত লৌহ পেরেকে আবদ্ধ, বক্ষে পাষাণ চাপা! চক্ষু উৰ্দ্ধে। কোন দিক দৃষ্টির ক্ষমতা নাই। দৃষ্টি কেবল অনন্ত আকাশে। আরও দেখুন! পা দুখানি কঠিনরূপে উৰ্দ্ধে বাঁধা, মস্তক নিম্নে, হস্তদ্বয় ঝুলিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া নাসিকা ঢাকিয়া চক্ষুর উপরে হেলিয়া পড়িয়াছে। চক্ষু উল্টাইয়া, ফাটিয়া বক্ত পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাতেও নিস্তার নাই। সময় সময় দোররার আঘাত রীতিমত চলিতেছে। কি মর্ম্মঘাতি অন্তরবিদ্ধ ভীষণ ব্যাপার! আর দেখা যায় না। চলুন, অন্য দিকে যাই।

ঐ যে বৃদ্ধ বন্দী—লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ! নিবিষ্টচিত্তে ধ্যানে মগ্ন! ভাব ভাব দেখিয়া যেন চেন চেন বোধ হইতেছে। কোথায় যেন দেখিয়াছি মনে পড়ে। অনুমান মিথ্যা নহে। মন্ত্রীপ্রবর হামান।—হাজরত মাবিয়ার প্রধান মন্ত্রী। এজিদের পুণ্যাত্মা পিতার প্রিয়সচিব মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ হামান। এজিদ-আজ্ঞায় বন্দী—লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ! বৃদ্ধবয়সে এই যন্ত্রণা। মন্ত্রীপ্রধান হামান কি যথার্থ বিচারে বন্দী? মহারাজ এজিদ কি অপরাধে ইহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তাহা কি মনে হয়? হানিফার সহিত যুদ্ধে অমত, দামস্কাধিপতিকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে অমত প্রকাশ। এজিদের মতের সহিত অনৈক্য! সুতরাং এজিদ-আজ্ঞায় বন্দী!

দামস্ক নগরের ভূতপূর্ব্ব দণ্ডধর হাজরত মাবিয়ার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন—এই হামান। এজিদের হস্তে পড়িয়া মহামন্ত্রির এই দুর্দ্দশা। হায়রে জগৎ! হায়রে স্বার্থ! দামস্ক সিংহাসনের চিরগৌরব সূর্য্য এজিদ কলঙ্কে অস্তমিত।

পিতার মাননীয়—পিতার ভালবাসা পাত্রকে কোন্ পুত্র অবজ্ঞা করিয়া থাকে? হামানের চিন্তা ভ্রম-সঙ্কুল ছিল না। আশাও দুরাশার পথে অযথা দণ্ডায়মান হইয়া কুহকে মাতাইয়া ছিল না—কারণ এ আশা মানুষেরই হয়। মানুষের দৃষ্টান্তেই মানুষ শিক্ষা পায়। আশা ছিল,—মন্ত্রীপ্রবরের মনে আশা ছিল, এজিদ মাবিয়ার সন্তান। পিতৃ অনুগৃহীত বলিয়া অবশ্যই দয়া করিবে, বৃদ্ধ বয়সে নবীন রাজপ্রসাদে সুখী হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঈশ্বর

আরাধনায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া যাইবে। নিয়তির বিধানে তাহা ঘটিল না। অথচ এজিদের স্বেচ্ছাচার—বিচারে, বৃদ্ধবয়সে লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ হইতে হইল। শুনুন, মন্ত্রিপ্রবর মৃদু মৃদু স্বরে কি কথা বলিতেছেন,—

"রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ-বিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্য মধ্যে বিঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে যথাসময়ে অবশ্যই নির্ব্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দ্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম বোধ হইলেও নিরাসসাগরে ভাসিতে হয় না—আশা থাকে। রাজার মজ্জা দোষে, কি উপযুক্ত মন্ত্রণা অভাবে রাজ্য-শাসনে অকৃতকার্য্য হইলেও আশা থাকে। মূর্খ রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশয়ে মন্ত্রদাতাগণ, অবিচার, অত্যাচার নিবারণ উপদেশ না দিয়া অহরহঃ তোষামোদের ডালী মাথায় করিয়া প্রতি আজ্ঞা অনুমোদন করাতেই যদি রাজা প্রজায় মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা থাকে।—সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে, কিন্তু স্বাধীনতা ধনে একেবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও আর সে রত্ন হস্তগত হয় না। স্বাধীন সূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে পুনরোদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা।

রাজা আর রাজ্য এ দুইটী পৃথক কথা—পৃথক ভাব,—পৃথক সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধি দোষে অপদস্থ হউন, সদ্‌যুক্তি সুমন্ত্রনায় অবহেলা করিয়া পর-পদ-তলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কার্য্য অনুরূপ ফল। পাপানুযায়ী শাস্তি। স্বেচ্ছাচারি, সুমন্ত্রণা বিদ্বেষী, নীতি বর্জ্জিত, উচিতে বিরক্ত, এমন রাজার রাজ্যপাট যত সত্বরে ধ্বংস হয়, ততই মঙ্গল। ততই রাজ্যের শনিক্ষয়। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা। দামস্ক রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে; প্রেমের কুহকে, পিরীতের দায়ে, প্রণয় বাসনায়, পবিণয় ইচ্ছায়, যদি এই রাজ্য যথার্থই পরকরতলস্থ হয়, পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। সে মনঃকষ্টের আর ইতি হইবে না। রাজা প্রজা-রক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক, এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য প্রজার। রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দা—

মাত্রেরই। যদি রাজ্য মধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরাধীন শব্দের যথার্থ অর্থ বোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণ বোধ থাকে, একতা বন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্ম্মবিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বিরোধ না থাকে, জাতি ভেদে হিংসা, ঈর্ষা, এবং ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে, আলস্যে অবহেলা, এবং শৈথিল্যের বিরোধী যদি কেহ থাকে, আর চেষ্টা থাকে, বিদ্যার চর্চ্চা থাকে, এবং ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে যুগযুগান্তরে হউক, শতাব্দী পরে হউক, সহস্রাধিক বর্ষ গতে হউক, কোন কালে হউক, পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন-পরাধীন-গগনে স্বাধীনতা-সূর্য্যের পুনরোদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু দামস্ক রাজ্যে সে আশা—আশা-মরীচিকা। দামস্ক বীরশূন্য! দামস্ক-চিন্তাশীল-দেশহিতৈষি মহোদয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। সে উপকরণে গঠিত কোন মস্তক—আছে কিনা, তাহাতেই বিশেষ সন্দেহ। হইবে কিনা, তাহাতেও নানা সন্দেহ।

যে দিন রমণী-মুখ-চন্দ্রিমার সামান্য আভায় ধরণীপতির মস্তক ঘুরিয়াছে, মহীপাল এজিদের মহাশক্তি-সম্পন্ন মজ্জা, পবকর-পেশিত, অর্দ্দিত-কমল-দলের মুমূর্ষু অবস্থার ইষৎ আভায় গলিয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, সেই দিন নিরাশার সঞ্চার হইয়া স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত হওয়ার সূত্রপাত ঘটিয়াছে। রাজার আচার, রাজার ব্যবহার, প্রজার আদর্শ এবং শিক্ষার স্থল। যে রাজ-চক্ষু কোমল-প্রাণা কামিনীর কমল-অক্ষির কোমল তেজ সহ্য করিতে অক্ষম, সে চক্ষু মাহম্মদ হানিফের সুতীক্ষ্ণ তরবারীর জলন্ত-তেজ সহ্য করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। সে অসীম বলশালী মহাবীরের অস্ত্রাঘাত কি রূপজ-মোহে-ঘূর্ণিত মস্তক সহ্য করিতে পারে? কখনই নহে। আর আশা কি?—কামিনী-কটাক্ষ-শরে জর্জ্জরিত হৃদয়ের আশ্বস্ত হেতু রাজনীতি উপেক্ষা করিয়া অকারণ রণবাদ্য বাজাইতে যে মন্ত্রী মন্ত্রণা দেয়, সে মন্ত্রী গাজীরহমানের মন্ত্রণা ভেদ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে কোনকালেও ক্ষমবান হইবে না। কখনই রহমানের সমকক্ষ হইতে পারে না। যদি যুদ্ধই ঘটিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই পরাস্ত—নিশ্চয়ই দামস্কের অধঃপতন! নিশ্চয়ই দামস্ক-সিংহাসনে জয়নাল আবেদিন—তবে নিশ্চয়ই এজিদের মৃত্যু, মাবিয়ার মনোগত আশা সফল—

পিরীতি, প্রণয়, প্রেম এই তিন কারণেই আজ দামস্কের এই দশা ? কি ঘৃণা ! কি লজ্জা ! !

বৃদ্ধ বয়সে অবিচারে জিঞ্জিরবদ্ধ হইয়া আকুলিত হই নাই। যতদূর বুঝিয়াছি, বলিয়াছি। আমার ভ্রম দর্শাইয়া ইহা অপেক্ষা শতগুণ শাস্তি দিলেও ক্ষোভের কারণ ছিল না।

উচিৎ কথায় আহাম্মক রুষ্ট। একথা নূতন নহে। প্রকাশ্য দরবারে মত জিজ্ঞাসা করায়, বুদ্ধি বিবেচনায় যাহা আসিয়াছে, বলিয়াছি।—ইহাইত অপরাধ, ইহাতেই বন্দী, ইহাতেই জিঞ্জিরে আবদ্ধ। কিছুমাত্র দুঃখ নাই। কারণ—মূর্খ, স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, পরশ্রী কাতর—পরস্ত্রী আকাঙ্ক্ষী, স্বেচ্ছাচারী এবং রোষপরবশ রাজার দ্বারা ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে ? প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয় নাই, ইহাই শত লাভ, সহস্র প্রকারে ঈশ্বরে ধন্যবাদ !

ভাল কথা—উমরআলীর বন্দী হওয়ার কথাই শুনিলাম, প্রাণবধের কথাত আর শুনিলাম না ? শুনিতে জয়নাল আবেদিনের প্রাণ দণ্ড হইবে, ঘোষণার কথাই কানে প্রবেশ করিল, শেষ কথাটা আর কেহই বলিল না। সংবাদ কি ? এ অন্যায় যুদ্ধের পরিণাম ফল কি ? কি হইতেছে, কি ঘটিতেছে, কোন বীর কেমন তরবারী চালাইতেছেন, বর্শা উড়াইতেছেন, তীর চালাইতেছেন, কৈ—কেহইত কিছুই বলেন না ? আমাদের পক্ষের অতি সামান্য সামান্য শুভ সংবাদ লোকের মুখে ক্রমে অসামান্য হইয়া উঠে। কৈ—এ কয়েকদিন যায়, ভাল মন্দ কোন সংবাদইত শুনিতে পাই না ? মন্দ কথাত কানে আসিবারই কথা নহে—ভাল কথার যখন একটী বর্ণও প্রকাশ হইতেছে না, তখন কি বলি !

যুদ্ধ কাণ্ড বড়ই কঠিন ! সামান্য বিবেচনার ত্রুটীতে সর্ব্বস্ব বিনাশ। লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ মুহূর্ত্তে ধ্বংশ ! বড়ই কঠিন ব্যাপার ! দামস্ক রাজ্যের যে সময় উপস্থিত, এসময় যুদ্ধ করাই অন্যায়। যুদ্ধের কারণ দেখিতে হইবে, লাভালাভের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, আপন আপন ক্ষমতার পরিমাণও বুঝিতে হইবে, ধনাগারের অবস্থাও ভাবিতে হইবে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুরবাসী, প্রতিবেশী, সমকক্ষ, সমশ্রেণী, জ্ঞাতী-কুটুম্ব, এবং রাজ্যের

গণ্য-মান্য, ধনী, সাধারণ প্রজার মনের ভাব বিশেষ করিয়া অতি গোপনে কৌশলে পরীক্ষা করিতে হইবে। কেবল ধনভাণ্ডার খুলিয়া দেখিয়াই চক্ষু শীতল করিলে চলিবে না। আহার্য্য সামগ্রী—কেবল মানুষের নয়। গরু, ঘোড়া ইত্যাদি পালিত জীব জন্তুসহ নগরস্থ প্রাণীমাত্রের—কত দিনের আহার মজুত, প্রাণীর পরিমাণ, আহার্য্যসামগ্রীর পরিমাণ, আনুমানীক যুদ্ধকালের পরিমাণ করিয়া সমুদয় সাব্যস্ত, বন্দোবস্ত, আমদানী, রপ্তানী, পানীয় জলের সুবিধা পর্য্যন্ত করিয়া—তবে অন্য কথা।

এযুদ্ধে একথাটা অগ্রেই ভাবা উচিত ছিল। মহাবীর মাহাম্মদ হানিফ বহুদূর হইতে আক্রমণ আশয়ে আসিয়াছেন। ভিন্ন দেশ, তাঁহার পক্ষে সহসা প্রবেশেই দুঃসাধ্য। ইহার পর নগর আক্রমণের আশা। রাজ-বন্দীগৃহ, হইতে পরিজনগণকে উদ্ধারের আশা—এজিদকে বধ করিয়া দামস্ক সিংহাসন অধিকার করিবার আশা—এক একটী আশা কম পরিমাণের আশা নহে। কথাচ্ছলে আমি ইহাকে এক প্রকার দুরাশাও বলিতে পারি, কারণ রাজ্যের সীমাই যুদ্ধের সীমা। সে সীমা অতিক্রম করিয়া নগরের প্রান্তভাগের প্রান্তরে এজিদের বাল্‌ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। এক গাজীরহমানের বুদ্ধি-কৌশলে সকল বিষয়ে সুন্দর বন্দোবস্ত। যাহা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল, তাহাও তাহারা অনায়াসেই সিদ্ধ করিয়াছে। রাজ্যসীমায় প্রবেশ দূরে থাকুক, নগরের প্রান্তসীমায় রণভূমি—আর আশা কি।

অন্যায় সমরে রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে। কি পরিতাপ! যে রাজা রাজ-নীতির বাধ্য নহে, সমরনীতির অধীন নহে, স্বেচ্ছাচারীতাই যাহার মস্তিষ্কের বল, তাহার কি আর মঙ্গল আছে? প্রণয়, প্রেমে যে রাজা আশক্ত, তাহার কি আর শ্রীবৃদ্ধি আছে? যুদ্ধবিগ্রহে বিপরীত প্রণয়ের প্রসঙ্গই আসিতে পারে না। মূল কারণ হওয়া দূরে থাকুক, সে নামেই সর্ব্বনাশ! রাজনীতি, সমর-নীতি, এই দুইটী নীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যতজ্ঞানলাভ হইবে, যত বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিবে, ততই বুঝিতে পারা যাইবে, যে ইহার মধ্যে কিনা আছে। জগতের সমুদায় ভাব, স্বভাব, ব্যবহার, কার্য্য-প্রণালী সমুদয় ঐ দুই নীতির মধ্যগত, কিন্তু ব্যবহারের ক্ষমতা, চালনার বল কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার, সম্পূর্ণরূপে জগতে কোন প্রাণীর মস্তকে আছে কিনা সন্দেহ।

এ ধর্ম্ম-নীতির কথা নহে, যে ঘাড় নোয়াইয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে, যে কালে হইবেই হইবে। এ প্রসূতির প্রসব বিষয়ে চিন্তা নহে, যে দশ মাস দশ দিন পরে যাহা হয়, একটা হইবেই হইবে। এ অদৃষ্টের লিখার প্রতি নির্ভরের কার্য্য নহে, যে যাহা কপালে লিখা আছে, তাহাই ঘটিবে। এ রাজ-চক্র, ইহার মর্ম্ম ভেদ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সমরকাণ্ড, যেমন কুটিল, তেমনি জটিল। যখনই প্রশ্ন, তখনই উত্তর। যে মুহূর্ত্তে চিন্তা, সে মুহূর্ত্তেই কার্য্য, তখনই কার্য্যফল। দ্রুতগতি সময়ের সহিত সমরকাণ্ডের কার্য্য সম্বন্ধ। বুদ্ধির কৌশল, বিবেচনার ফল। জয় পরাজয়ের সময় অতি সংক্ষেপ। দক্ষিণ চক্ষু দেখিল, বীরবরের হস্তস্থিত তরবারী বিদ্যুৎ বর্ণায় চমকিতেছে—বাম চক্ষু দেখিল, ঐ বীরশ্রেষ্ঠের রঞ্জিত দেহ ভূতলে গড়াইতেছে, রঞ্জিত হস্তে রঞ্জিত তরবারী বদ্ধ মুষ্টিতে ধরাই রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে কি ঘটিবে, তাহা ভগবানই জানেন। আমারও সময় মন্দ। কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হয় না, কাহারও মুখে কিছু শুনিতেও পাইনা। মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন—বন্দী হইয়াছি। লৌহ-শৃঙ্খল গলার পরিতে হুকুম দিয়াছেন, হুকুম তামিল করিয়াছি। দুঃখ মাত্র নাই, অন্তরেও বেদনা বোধ করি নাই। তবে বেদনা লাগিয়াছে যে, এই সঙ্কট সময়ে অকারণ যুদ্ধে অগ্রসর—স্বয়ং রাজার অগ্রসর। স্বয়ং অস্ত্র ধারণ। বড়ই দুঃখের কথা। এ যুদ্ধের পরিণাম ফল কি হইল? কে হারিল, কে জিতিল? সন্ধি।—অসম্ভব। যুদ্ধ অনিবার্য্য রূপে চলিতেছে, সমর-গগণে লোহিত নিশান বায়ুর সহিত এখনও খেলা করিতেছে। সন্দেহ মাত্র নাই। আমার এই বিশ্বাস যে, দামস্ক সৈন্য শোণিতে, দামস্ক প্রান্তরই রঞ্জিত হইতেছে। দামস্ক-ভূমি দামস্ক বীর-শিরেই পরিপূরিত হইতেছে। এ অবৈধ সমরে সন্ধির নামই আসিতে পারে না। এজিদ হানিফার রণক্ষেত্রে শুভ্র নিশান উড়িতেই পারেনা। বড়ই শক্ত কথা।"

মন্ত্রীপ্রবর হামান মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করিতেছেন। দ্বাররক্ষক দ্রুতপদে মন্ত্রীপ্রবরের নিকট আসিয়া চুপে চুপে কি কথা বলিতে লাগিল। বন্দী-সচীব—মুখে কোন কথাই প্রকাশ হইল না। দেখিবার মধ্যে দেখা গেল চক্ষের জল, আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল দীর্ঘ নিশ্বাস। পাঠক!

চুপি চুপি কথা আর কিছু নহে। আমাদের জানা কথা—গত কথা। যুদ্ধের বিবরণ এবং এজিদের পলায়ন। এই সংবাদ।—

চলুন, অন্য দিকে যাওয়া যাক্—

শুনিতেছেন? শুনিতে পাইতেছেন? স্ত্রী-কণ্ঠ। বুঝিতে পারিতেছেন? কি কথা একটু অগ্রসর হইয়া শুনুন।

"বাবা জয়নাল! তুই যে বন্দীখানা হইতে পলাইয়াছিস্—বুদ্ধির কাজ করিয়াছিস্ বাপ্! আর দেখা দিস্ না। কখনই কাহার নিকট দেখা দিস্ না! তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ! তোকে বুকে করিলে বুক শীতল হয়! চক্ষু জুড়ায়! তুই আমাকেও দেখা দিস্ না! বনে, জঙ্গলে পশুদিগের সহিত বাস করিস্। বাপরে! এজিদ বাঁচিয়া থাকিতে কখনই লোকালয়ে আসিস্ না। কাহাকেও দেখা দিস্ না। (উচ্চৈঃস্বরে) জয়নাল! তুই আমার—তুই আমার কোলে আয়! এ বন্দীখানায় কি অপরাধে অপরাধী হইয়া বন্দী হইয়াছি—দয়াময় ঈশ্বর জানেন। কত কাল এ ভাবে থাকিতে হইবে, তাহাও তিনিই জানেন। জয়নাল! তোর মুখখানি প্রতি চাহিয়াই এতদিন বাঁচিয়া আছি। তুই এমাম বংশের একমাত্র সম্বল, মদিনার রাজরত্ন, তোর ভরসাতেই আজ্ পর্য্যন্ত দামস্ক বন্দীগৃহে তোব চিব দুঃখিনী মা—প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। পবিত্র ভূমি মদীনা পরিত্যাগ করিয়া যে দিন কুফায় গমন করিতে পথে বাহির হইয়াছি, সেই দিন হইতে—সেই দুর্দ্দিন হইতে সর্ব্বনাশের সূচনা হইয়াছে। কত পথিক দূর দেশে যাইতেছে, কত রাজা কত সৈন্য সামন্ত সহ—বন, জঙ্গল, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গিরী গুহা অনায়াসে পার হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্ব্বিঘ্নে যাইতেছেন। ভ্রম নাই—পথ ভ্রান্তি নাই—সচ্ছন্দে যাইতেছেন, আসিতেছেন—কোন রূপ বিঘ্ন নাই। বিপদ নাই, কোন কথা নাই। হায় আমাদের ভাগ্য! দিনে দুই প্রহরে ভ্রম! মহাভ্রম! কোথায় কুফা কোথায় কারবালা। সেখানে যাহা ঘটিবার ঘটিল। আত্মঘাতী হইলাম না, প্রাণও বাহির হইল না। কেন হইল না? বাপ্! তোর মুখের প্রতি চাহিয়া—বন্দীখানাতেও তোরই মুখখানি দেখিয়া কিছুই করি নাই। তুই দুঃখিনীর ধন! দুঃখীর হৃদয়ের ধন! অঞ্চলের ... বাপ্! তোর কি দশা ঘটিল? হায়! হায়!! কেন তুই উমর আলীর

প্রাণবধের ঘোষণা শুনিয়া বন্দীগৃহ হইতে বাহির হইলি? আমার মন অস্থির—বিকার প্রাপ্ত। কি বলিতে কি বলি, তাহার স্থিরতা নাই। বন্দীখানায় থাকিলে, দুর্দ্দান্ত পিশাচ মারইয়ানের হস্ত হইতে তোকে কখনই রক্ষা করিতে পারিতাম না। আমার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইত। হায়! হায়!! সে সময় তোর মুখের দিকে চাহিয়া আমার কি দশা ঘটিত? বাপ্! তুমি বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। এজিদ্ জীবিত থাকিতে লোকালয়ে আর আসিও না। বনে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় লুকাইয়া থাকিও। বনের ফল, মূল, পাতা খাইয়া জীবনধারণ করিও। কখনই লোকালয়ে আসিও না। আর না হয় যে দেশে এজিদের নাম নাই, তোমার নাম নাই—সে দেশে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাইও। তাহাতেই সাহার বানুর প্রাণ শীতল থাকিবে।"

একি! প্রহরীগণ ছুট ছুটী করে কেন?

প্রহরীগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থান হইতে ছুটিয়াছে। পরস্পর দেখা হইতেছে, কথাও হইতেছে—কিন্তু বড় সাবধানে—চুপে চুপে। কথা কহিতেছে—পরামর্শ করিতেছে—সাবধান হইতেছে—আত্মরক্ষার উপায় দেখিতেছে। কেন? কি সংবাদ?—দেখুন—আশ্চর্য্য দেখুন। একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী হামানের কাণে কাণে চুপি চুপি কি কহিয়া, ঐ দেখুন কি করিল! দ্রুতহস্তে লৌহশৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিল। এবং হোসেন-পরিবার ব্যতীত অন্য অন্য বন্দীগণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া সত্বরে বাহির করিয়া দিল। বন্দীগণ অবাক্! কেহ কোন কথা কহিতেছে না। সকলেই যেন ব্যস্ত। পলাইতে পারিলেই রক্ষা!—জীবন রক্ষা!

দ্বিতীয় প্রবাহ।

সমরাঙ্গনে, পরাজয়-বায়ু একবার বহিয়া গেলে, সে বাতাস ফিরাইয়া বিজয়-নিশান উড়ান বড়ই শক্ত কথা। পরাজয়-বায়ু হঠাৎ চারিদিক হইতে মহা বেগে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে না; প্রথমতঃ মন্দ মন্দ গতিতে রহিয়া রহিয়া বহিতে থাকে। পরে ঝঞ্জাবাত সহিত তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া দেয়। জিতপক্ষের ঘন ঘন হুঙ্কার, অস্ত্রের সঞ্চালন—সে সময়, বিপ[illegible]

সহস্র অশনীপাতের সঙ্গে গভীর ঘনঘটা সদৃশ ভীষণরূপ দেখাইতে থাকে। সে সময় জিত পক্ষের চালিত অস্ত্রের চাকচক্যে মহাবীরের হৃদয় কম্পিত হয়। হতাশে বুক ফাটিয়া যায়।

আজ দামস্ক-প্রান্তরে তাহাই ঘটিয়াছে। মদিনার সৈন্যদিগের চালিত অস্ত্রের চাকচক্যে এজিদ্‌-সৈন্য ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হইতেছে। তাহারা আস্মানে কি জমিনে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। তবে বিপক্ষগণের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া, রণরঙ্গের কথা মনে পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে সময় প্রাণভয়ে প্রাণ, চতুর্গুণ আকুল হইতেছে। দেখিতেছে যেন প্রান্তরময় বৃষ্টিপাত হইতেছে।—গগনস্থ ঘনঘটা হইতে বৃষ্টি হইতেছে না। সে রক্তবৃষ্টি মেঘ হইতে ঝরিতেছে না। ঝরিতেছে—দামস্ক-সৈন্যের শরীর হইতে, আর ঝরিতেছে—আম্বাজী-সৈন্যের তরবারীর অগ্রভাগ হইতে—মেঘমালার খণ্ড খণ্ড অংশই শীলা,—তাহারও অভাব হয় নাই—খণ্ডিতদেহের খণ্ড খণ্ড অংশই সে ক্ষেত্রে শিলারূপ দেখাইতেছে।

দামস্ক-প্রান্তর—দামস্ক-সৈন্য-শোণিতেই ডুবিয়াছে। রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। মহাবীর হানিফার সম্মুখে যে সৈন্যদলই পড়িয়াছে, সংখ্যায় যতই হউক, তৃণবৎ উড়িয়া খণ্ডিত দেহে ভূতলশায়ী হইয়াছে। সে রঞ্জিত তরবারীধারে খণ্ডিত-দেহের রক্তধার—ধরণী বহিয়া, মরুভূমি সিক্ত করিয়া প্রান্তরময় ছুটিয়াছে। কিন্তু হানিফার মনের আগুন নিবিতেছে না। মদিনাবাসীর ক্রোধানল একটুকুও কমিতেছে না।

প্রভু হোসেনের কথা, কারবালা প্রান্তরে একবিন্দু জলের কথা, হোসেনের ক্রোড়স্থিত শিশু সন্তানের কোমল বক্ষঃ ভেদ করিয়া লৌহ তীর প্রবেশের কথা মনে হইয়া হানিফার প্রাণ আকুল করিয়াছে। বিস্ফারিত চক্ষে রোষাগ্নির তেজ বহিয়া অবশেষে বাষ্পবারি বহাইয়া এক প্রকার উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। কৈ এজিদ্‌। কৈ সে দুরাত্মা এজিদ্‌! কৈ সে নরাধম পাপিষ্ঠ এজিদ্‌? কৈ এজিদ্‌! মুখে বলিতে বলিতে এজিদান্বেষণে অশ্বে কশাঘাত করিয়াছেন। সে মূর্ত্তি এজিদের চক্ষে পড়িতেই এজিদ্‌ ভাবিয়াছিলেন যে, এ মহাকালের হস্ত হইতে আর রক্ষা নাই। পলায়নই শ্রেয়ঃ। বীরের ন্যায় বক্ষ বিস্তারে হানিফার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া "আমি এজিদ্‌, আমিই

সেই মদিনার মহাবীরগণের কালস্বরূপ এজিদ্! হানিফ! আইস, তোমাকেও ভবযন্ত্রণার দায় হইতে মুক্তি করিয়া দেই" এই সকল কথার পরিচয় করা দূরে থাকুক, যেই দেখা অমনি পলায়নের চেষ্টা, প্রাণভয়ে দামস্করাজ অশ্বারোহণ করিয়া যথাসাধ্য অশ্ব চালাইয়াছেন।

হানিফাও এজিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুলছুল্ উঠাইয়াছেন। এ দৃশ্য অনেকেই দেখেন নাই। রণরঙ্গে মাতোয়ারা বীর সকল একথা অনেকেই শুনেন নাই। যাঁহারা দেখিয়াছেন, যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাও তাহার পর কি ঘটিয়াছে, কি হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। কোন সন্ধানি সন্ধান আনিতে পারে নাই।

এদিকে মসহাবকাক্কা, উমর আলী, আক্কেল আলী (বহারাম) প্রভৃতি মহামহিম যোধসকল কাবেরদিগকে পশু পক্ষীর ন্যায় যথেচ্ছা বধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গাজী রহমানের পূর্ব্ববচন সফল হইল। এজিদ সৈন্য প্রাণভয়ে পলাইয়াও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেছে না। অশ্বের দাপটে, তরবারীর আঘাতে, বর্শার সুক্ষ্মাগ্রে, তীরের লক্ষে, গদার প্রহারে, খঞ্জরের ছুপিটধারে প্রাণ হারাইতেছে। কত শিবির, কত চন্দ্রাতপ, কত উষ্ট্র, কত অস্ত্র, প্রজ্জলিত অগ্নিশিখায় হুহু শব্দে পুড়িয়া ছাই হইতেছে। এজিদ্ পক্ষের জীবন্ত প্রাণী আর কাহারও চক্ষে পড়িতেছে না। দৈবাৎ দেখা পাইলে মার মার শব্দে চারদিক হইতে হানিফার সৈন্যগণ, তাহাকে ঘিরিয়া ক্রীড়া কৌতুক, হাসি রহস্য করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। ক্রোধের ইতি নাই, মার মার শব্দের বিরাম নাই। সময় সময় মুখে, সেই হৃদয়-বিদারক মর্ম্মঘাতি কথা কহিয়া নিজে কান্দিতেছেন, জগৎ কান্দাইতেছেন। হায় হাসেন! হায় হোসেন! তোমরা আজ কোথায়? সে মহাপ্রান্তর কারবালা কোথায়? ফেরাতের উপকূল কোথায়? যে সৈন্যদল ফেরাতের জল লইতে পথ বন্ধ করিয়াছিল, তাহারাই বা কোথায়? কৈ এজিদের সৈন্য? কৈ এজিদ্? কৈ তাহার শিবির? কিছুই ত চক্ষে দেখিতেছি না। প্রভু! হোসেন! তুমি কোথায়? এদৃশ্য তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। অহো! কাসেম!! মদিনার শ্রেষ্ঠ বীর কাসেম!! একবিন্দু জলের জন্য, হায়! হায়! একবিন্দু জলের জন্য কি না ঘটিয়াছে! উহু! কি নিদারুণ কথা। পিপাসায় কাতর হইয়া প্রভুপুত্র

আলী আকবর পিতার জিহ্বা পর্য্যন্ত চাটিয়াছিল। হায়! সে দুঃখত কিছুতেই যায় না। কারবালার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। সে দিন রক্তের ধার ছুটিয়া কারবালা—প্রান্তর ডুবাইয়াছে। আজ দামস্ক প্রান্তর—দামস্কসৈন্য-শোণিতে ডুবিয়াছে। দামস্করাজ্য মদিনার সৈন্য পদতলে দলিত হইতেছে। আশা মিটিতেছে না। সে মনবেদনার অনুমাত্রও উপশম বোধ হইতেছে না। বুঝিলাম, হোসেন শোক অন্তর হইতে অন্তর হইবার নহে, মানিলাম কারবালার ঘটনা, মদিনার মায়মুনার কীর্ত্তি, জায়েদার আচরণ জগৎ হইতে যাইবার নহে। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, নক্ষত্র যতদিন জগতে থাকিবে, ততদিন সকলের মনে সমভাবে, জলন্তরূপে বিষাদ রেখায় অঙ্কিত থাকিবে।

সমরাঙ্গনে অস্ত্রাগ্নি নির্ব্বান হইয়াছে। কিন্তু আগুণ জ্বলিতেছে। উর্দ্ধে অগ্নিশিখা—নিম্নে রক্তের খেলা। রক্ত মাখা দেহ সকল, রক্ত স্রোতেই—ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, গড়াইয়া যাইতেছে।

সৈন্যদল সহ মসহাবকাক্কা প্রভৃতি নগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। শত্রু পক্ষীয় একটী প্রাণীও তাঁহাদের চক্ষে পড়িলনা। জয়নাল আবদিন সহ, গাজীরহমান নগর প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া হানিফার অপেক্ষা করিতেছেন। কাক্কার দল আসিয়া জুটিলেই জয় মদিনা ভূপতির জয়, জয় মহারাজ জয়নাল আবদিনের জয়, ঘোষণা করিতে করিতে বীরদাপে নগরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য বাধা দেয়। কে মাথা উঠাইয়া সে বীরগণের সম্মুখে বক্ষ বিস্তারে দণ্ডায়মান হয়। কাহার সাধ্য একটী কথা কহিয়া সরিয়া যায়! জন প্রাণী দ্বারে নাই। রাজপথেও কোন লোক কোন স্থানে কোন কার্য্যে নিয়োজিত নাই। পথ পরিষ্কার।—জনতা, কোলাহলের নামমাত্র নাই। কেবল স্বদল মধ্যে, মধ্যে মধ্যে মার মার কাট কাট শব্দ, জয় জয়নাল আবিদিন। জয় মহাম্মদ হানিফ। আর বহুদূরে প্রাণভয়ে পলায়নের কোলাহল আভাষ। শত্রু হস্তে, ধন মান প্রাণরক্ষা হইবে না ভাবিয়া অনেকেই ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে। রক্ষার উপায় ভাবিতেছে। পরস্পর এই সকল কথা, ডাকা হাঁকা প্রস্থানের লক্ষণ অনুমানে অনুভূত হইতেছে। বিনা যুদ্ধে, বিনা বাক্য ব্যয়ে, গাজী রহমান মহা মহা বীরগণ ও

সৈন্যগণ সহ জয়নাল আবিদিনকে লইয়া সহস্র মুখে বিজয় ঘোষণা করিয়া, দীন মহাম্মদী নিশান উড়াইয়া বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া, সিংহদ্বার পার হইলেন।

যেখানে সমাজ, সেইখানেই দল। যেখানে লোকের বসতি সেই খানেই গোলযোগ।—সেই খানেই পক্ষাপক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, শত্রুতা, মিত্রতা, আত্মীয়তা, বাধ্যবাধকতা। যেমন এক হস্তে তালী বাজিবার কথা নহে। দলাদলী না থাকিলেও কথা জন্মিবার কথা নহে। কথা জন্মিলেই পরিচয়, স্বপক্ষ বিপক্ষ সহজেই নির্ণয়। সে সময় খুঁজিতে হয় না—কে কোন পথে, কে কোন দলে।

এজিদ্ দামস্কের রাজা। প্রজা মাত্রই যে মহারাজানুগত,—অন্তরের সহিত রাজানুগত—সকলেই যে তাঁহার অনুগত, তাহা নহে। সকলেই যে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত, তাহা নহে। দামস্ক সিংহাসন পরপদে দলিত হইল ভাবিয়া সকলেই যে দুঃখিত হইয়াছে, সকলের হৃদয়েই যে আঘাত লাগিয়াছে, চক্ষের জল ফেলিয়াছে, তাহাও নহে। অনেকেই হাজরাত মাবিয়ার পক্ষীয়, প্রভু হাসেন হোসেনের ভক্ত। পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। আজ পরিচয়ের দিন। পরীক্ষার দিন। সহজে নির্ব্বাচন করিবার এই উপযুক্ত সময় ও অবসর।

জয় ঘোষণা এবং বিজয় বাজনার তুমুল রবে নগরবাসীরা ভয়ে অস্থির হইল। কেহ পলাইবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কেহ যথা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া জাতি মান প্রাণ বিনাশ ভয়ে, দীন দরিদ্র বেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কেহ ফকির দরবেশ, কেহ সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করিয়া জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিলেন। কেহ আনন্দ-বেগ সম্বরণে অপারগ হইয়া জয় জয়নাল আবিদিন মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে জাতীয় সম্ভাষণ, জাতীয় ভাব প্রকাশ করিয়া, গাজী রহমানের দলে মিশিয়া চির শত্রু বিনাশের বিশেষ সুবিধা করিয়া লইলেন। কাহার মনে দারুণ আঘাত লাগিল। "জয় জয়নাল আবিদিন" কথাগুলি বিশাল শেল-সম অন্তরে বিঁধিয়া পড়িল। কর্ণেও বাজিল। সাধ্য নাই, নগর রক্ষার কোন উপায় নাই। রাজবলের কোন লক্ষণই নাই। আর উপায় কি? পলাইয়া প্রাণরক্ষা করাই কর্ত্তব্য, যথাসাধ্য পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন। যাহারা জয়নাল আবিদিনের দলে মিশিল না, কাফের বধে অগ্রসর হইল না, পলাইবারও উপায় পাইল না। তাহাদের

ভাগ্যে যাহা হইবার হইতে লাগিল। অধিবাসী বিপক্ষদলের জাতক্রোধে এবং সৈন্যদলের আন্তরিক মহারোষে যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতে লাগিল। সন্তান সন্ততি লইয়া ত্রস্ত পদে যাঁহারা পলাইতে পারিয়াছিল, প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া গুপ্ত পথে, কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া আত্ম গোপন করিয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইল, তাহারাই বাঁচিল। বাড়ী ঘরের মায়া ছাড়িতে, জন্মের মত জন্ম-ভূমি হইতে বিদায় হইতে যাহাদের একটু বিলম্ব হইল, তাহাদের প্রাণবায়ু মুহূর্ত্ত মধ্যে অনন্ত আকাশে—শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল। কিন্তু জন্মভূমির মায়াবশে দেহ দামস্কেই পড়িয়া রহিল। কার অন্তঃক্রিয়া কে করে।! বীর স্থান্না কে বাঁদে। সুন্দর সুন্দর বাসভবন সকল ভূমিসাৎ হইতেছে, ধন রত্ন গৃহ সামগ্রী হস্তে হস্তে চক্ষের পলকে উড়িয়া যাইতেছে। কে কাহার কথা রাখে, আর কেইবা শুনে? কোথায় ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, দেখিতে দেখিতে সজ্জিত গৃহ সকল জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। নগরময় হাহাকার! নগরময় অন্তর্ভেদী আত্তনাদ। আবার মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনী। বিজয়ের উচ্চরব। আবার মাঝে মাঝে— বামার বোল, আত্তর্নাদ, কোলাহল, হৃদয়-বিদারক ম লেম জ্ব-লেম প্রাণ যায়, বিষাদের বষ্ঠ! উহু! এ কি ব্যাপার। ভীষণ কাণ্ড! পিতার সম্মুখে পুত্রের বধ। মাতার চক্ষের উপর কন্যার শিরচ্ছেদ। পত্নীর সম্মুখে পতার বক্ষে বর্ষা প্রবেশ। পুত্রের সম্মুখে বৃদ্ধ মাতার মস্তক চূর্ণ। সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশযুক্ত বরণীয় রমণী শির, রক্ত, শুভ্র, লোহিত ত্রিবিধ রঙ্গের আভা দেখাইয়া, পিতার সম্মুখে—ভ্রাতার সম্মুখে—স্বামীর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। কলিজা পার হইয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়াছে।' কি ভয়াবহ ভীষণ ব্যাপার! কত জাতি ধর্ম্ম রক্ষায় নিরাশ হইয়া পাতালস্পর্শী কূপে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে। কেহ অস্ত্রের সহায়ে, কেহ অন্য উপায়ে, যে, যে প্রকারে সুবিধা পাইতেছে, অত্যাচারের ভয়ে আত্মঘাতিনী হইয়া, পাপীর মস্তকে পাপভার অধিকতররূপে চাপাইতেছে। মরিবার সময় বলিয়া যাইতেছে, রাজার দোষে রাজ্য নাশ, প্রজার বিনাশ। ফল হাতে হাতে। প্রতিকার কাহার না আছে। রে এজিদ্! রে জয়নাব!!!

সৈন্যদল নগরের যে পথে যাইতেছে, সেই পথেই এইরূপ জ্বলন্ত আগুন

জ্বালাইয়া প্রাষাণ-হৃদয়ের পরিচয় দিয়া যাইতেছে। দয়ার ভাগ যেন জগৎ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। মায়া মমতা যেন ছুনিয়া হইতে জনমের মত সরিয়া পড়িয়াছে।

এত করিবাও হানিফার সৈন্যদিগের হিংসার নিবৃত্তি হইতেছে না। এত অত্যাচার, এত রক্তধারেও সে বিষম তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে না। এত করিয়াও শত্রু বধ আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। মদিনার বীরগণ করুণস্বরে বলিতেছে—আম্বাজী সৈন্যগণ। গঞ্জামের ভ্রাতাগণ। তোমরা মনে মনে ভাবিতেছ যে, আমরা সময় পাইয়া শত্রুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতেছি। ভাই ভাবিয়া দেখিবে—একটু চিন্তা করিয়া দেখিবে—তাহা নহে। এজিদ্ মদিনাবাসীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার, যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ এখনও হয় নাই। অস্ত্রের আঘাতে কতদিন শরীরে বেদনা থাকে? ভ্রাতাগণ। এরূপ অনেক আঘাত হৃদয়ে লাগিয়াছে যে, সে বেদনা দেহ থাকিতে উপশম হইবে না। প্রাণান্ত হইলেও প্রাণ হইতে সে নিদারুণ আঘাতের চিহ্ন সরিয়া যাইবে কিনা জানি না। আপনারা চক্ষে দেখেন নাই। বোধ হয় বিশেষ করিয়া শুনিতেও অবসর প্রাপ্ত হন নাই। একবিন্দু জলের জন্য। কত বীর বিধোরে কাফেরের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে। কত সতী পুত্রধনে, স্বামীরত্নে বঞ্চিতা হইয়া নীরসকণ্ঠে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। খঞ্জরের সহায়ে সে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছে। কত বালকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া জলজল রব করিতে করিতে কণ্ঠরোধ এবং বাক্‌রোধ হইয়াছে। আভাবে, ইঙ্গিতে অনেক কথা মনের সহিত প্রকাশ করিয়া, জগৎ কান্দাইয়া জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে। ভ্রাতাগণ। কত বলিব। কত শুনিবেন। আমাদের প্রতি লোমকূপে, প্রতি রক্তবিন্দুতে এজিদের অত্যাচার-কাহিনী জাগিতেছে, জ্বলিতেছে। মদিনার সিংহাসনের দুর্দশা, রাজপরিবারের বন্দীদশা, তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচারের কথা শুনিয়া আমরা বুদ্ধিহারা হইয়াছি। আজরাইল * সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছি। মৃত্যুমুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

ঈশ্বর মহান, তাঁহার কার্য্যও মহৎ। কোন সূত্রে কোন সময় কাহার প্রতি কি ব্যবস্থা করেন, তাহা তিনিই জানেন। মদিনার বীরশ্রেষ্ঠ কাসেমের

* স্বর্গীয় দূতের নাম। যিনি জীবের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যান, তাঁহারই নাম আজরাইল।

শোক কি আমরা ভুলিয়াছি? প্রভু হোসেনের কথা কি আমাদের মনে নাই? প্রভু-পরিবার এখনও বন্দীখানায়। নূরনবী মহাম্মদের প্রাণ তুল্য প্রিয় পরিজন এখনও এজিদের বন্দীখানায় কয়েদ,—একি শুনিবার কথা! না চক্ষে দেখিবার কথা! মার কাফের, জ্বালাও নগর—আসুন আমাদের সঙ্গে।

এই সকল কথা কহিয়া নগরের পথে পথে, দলে দলে, মার মার শব্দে হানিফার সৈন্যগণ ছুটিল। গাজী রহমান, মসহাবকাক্কা প্রভৃতি জয়নাল আবিদিনকে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে চলিয়াছেন। রাজপুরী নিকটবর্ত্তী, বন্দীগৃহ কিছু দূরে। গাজীরহমানের আজ্ঞায় গমন-বেগ ক্ষান্ত হইল। সঙ্কেতচিহ্নে সমুদায় সৈন্য সামন্ত রাজপথে যে, যে পদ, যে ভাবে বাড়াইয়াছিল, সে পদ সে স্থানেই রহিল। কি সংবাদ? ব্যস্ত হইয়া সকলেই জয়নাল আবিদিনের চন্দ্রাতপোপরি পতাকা প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কোনরূপ বিরূপ বা বিপর্য্যয় ভাব দেখিলেন না। জাতীয় নিশান হেলিয়া দুলিয়া গৌরবের সহিত শূন্যে উড়িতেছে। জয় বাজনা সমভাবে বাজিতেছে। গাজীরহমান অশ্ব পৃষ্ঠে থাকিয়াই মসহাবকাক্কা, ওমর আলী এবং আক্কেল আলীর সহিত কথা কহিতেছেন। অশ্ব সকল গ্রীবাবক্রে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—কিন্তু সময় সময় পুচ্ছ গুচ্ছ হেলাইয়া ঘুরাইয়া কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া স্বাভাবিক চঞ্চল ও তেজ ভাবের পরিচয় দিতেছে।

গাজীরহমান বলিলেন, "রাজপুরী নিকটবর্ত্তী। বাদসা নামদারের। কোন সংবাদ পাইতেছি না।"

মসহাবকাক্কা বলিলেন, "গুপ্তচর, সন্ধানীগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই আছে, এ পর্য্যন্ত সংবাদ নাই, একি কথা। কারণ কি?"

"যুদ্ধাবসানে, কি বিজয়ের শেষ মুহূর্ত্তে, আপন আপন সৈন্য সামন্ত ভারবাহী, সংবাদবাহী, প্রধান প্রধান যোধ এবং সেনানায়কগণের প্রতি বিশেষ মনযোগ রাখিতে হয়। বিজয় আনন্দে কে কোথায় কাহার পশ্চাতে মার মার শব্দে মাতোয়ারা হইয়া ছুটিতে থাকে, কিছুই জ্ঞান থাকে না। সে সময় বড়ই সতর্ক ও সাবধানে চলিতে হয়। আপন দলবল ছাড়িয়া কে কাহার পশ্চাৎ কতদূর তাড়াইয়া যায়, সে জ্ঞান প্রায় কাহারও থাকে না। এই অবস্থায় যুদ্ধ-জয়ের পরেও অনেক জেতা সামান্য হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। ইহার

বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। পলাইত শত্রুগণ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া কে কোথায় লুকাইয়া থাকে, কে বলিতে পারে!' এজিদের সৈন্য বলিতে একটী প্রাণীও আর যুদ্ধক্ষেত্রে নাই। তবে মহাম্মদ হানিফ কোথায় রহিলেন? এজিদের কোন্ সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বিপক্ষ দলেরও কোন সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে এটা নিশ্চয় কথা যে, বিপক্ষ দলের সংবাদ শূন্য। মহাম্মদ হানিফ কোথায়, আমার সেই চিন্তাই এইক্ষণ অধিকতর হইল। অশ্বারোহী সন্ধানী পাঠাইয়া এখনই সংবাদ আনিতে হইবে। আমরা রাজ-পুরী পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে যুদ্ধ স্থানের সংবাদ অবশ্যই পাইব,—আশা করি। আদেশমাত্র সন্ধানী দূতের অশ্ব ছুটিল। শুভ্র নিশানের অগ্রভাগ আরোহীর মস্তকোপরি বায়ু সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল।

গাজী রহমান পুনরায় মসহাব কাক্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, নগর প্রবেশ সময়—পৃথক পৃথক পথে সৈন্যদলকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যে দিক হইতে যে দল রাজভবন পর্য্যন্ত যাইবে, সেদিক রক্ষার ভার তাহাদের থাকিবে। যে পর্য্যন্ত পুরী মধ্যে দীন মহাম্মদী নিশান উড়িতে না দেখিবে, জয়নাল আবিদিনের বিজয়-ঘোষণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণে না শুনিবে, সে পর্য্যন্ত কোন দলই পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। মহাম্মদ হানিফের সংবাদ না জানিয়া, এজিদ পুরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

"ভালই, সংবাদ না জানিয়া এজিদ পুরীতে যাইব না। ভাল কথা, এই অবস্থায় বন্দীগণকে উদ্ধার করিলে ক্ষতি কি?

না, না, তাহা হইতে পারে না, অগ্রে মহারাজের সংবাদ, তাহার পর পুরী প্রবেশ। পুরী প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে রাজসিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা, পরে বন্দী মোচন।"

"তবে ক্রমে অগ্রসর হওয়া যা'ক, ঐ আমাদেরই সৈন্যগণের জয়ধ্বনি শুনা যাইতেছে, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়াছিল, তাহারা শীঘ্রই আমাদের সহিত একত্রে মিশিবে।"

আবার সঙ্কেতসূচক বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মহারাজ জয়নাল আবিদিনের চন্দ্রাতপসংযুক্ত জাতীয়-নিশান হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। জয়—

মহারাজ জয়নাল আবিদিনের জয়! সৈন্যগণের মুখে বারবার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। রাজপথে অন্য লোকের গতিবিধি নাই। এজিদ পক্ষের জনপ্রাণীর নাম মাত্র নগরে নাই। সুন্দর সুন্দর বাড়ী ঘর সকল শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে।

কিছু দূর যাইতেই দামস্ক রাজপুরীর সুরঞ্জিত অত্যুচ্চ প্রবেশদ্বার সকলের নয়নগোচর হইল। এত সৈন্য, এত অশ্ব, এত উষ্ট্র, এত নিশান, এত ডঙ্কা, এত কাড়া, রাজপথ জুড়িয়া হুলস্থূল ব্যাপারে যাইতেছে। ঐ সকল কোলাহল ভেদ করিয়া দ্রুতগতি অশ্ব সঞ্চালনের তড়াক্ তড়াক্ পদশব্দ সকলেরই কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু গাজী রহমানের আজ্ঞা ব্যতীত—বলিতে কি—একটী মক্ষীকা উড়িয়া বসিবার ক্ষমতা নাই। কার সাধ্য স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে? কাহার সাধ্য তাঁহার সন্ধান লয়? কে সে লোক, পরিচয় জানে?* মনের কথা মন হইতে সরিতে না সরিতেই বাঁশীর স্বরে কয়েকটী কথা কর্ণে প্রবেশ করিল।

"আম্বাজী—সংবাদবাহী, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ লইয়া আসিতেছে। রাস্তা পরিষ্কার। দ্বিতীয়বার বাঁশী বাজিল, শব্দ হইল, "সাবধান।"

সকলেই সাবধান হইলেন। সংবাদবাহীর অশ্ব, যেন বায়ুভরে উড়িয়া সকলের বামপার্শ্ব হইয়া চক্ষের পলকে গাজী রহমানের নিকট চলিয়া গেল। গাজী রহমানের নিকটস্থ হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল।

"দামস্ক নগরের মধ্য হইতে রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত জীবন্ত জীবের মুখ দেখিতে পাইলাম না। নগর অভ্যন্তর পথ, রণক্ষেত্রে গমনের পথ, অন্য অন্য পথ ঘাট, মৃতদেহে পরিপূর্ণ, গমনে মহা কষ্ট। ধরাশায়ী খণ্ডিত দেহ সকলের সে দৃশ্য দেখিতে ও মহা কষ্ট।" বহু কষ্টে রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত যাইয়া দেখিলাম, সব শবাকার। খণ্ডিত নরদেহ এবং অশ্ব দেহ সকল, কতক অল্প রক্তে মাখা, কতক রক্তে প্লাবিত; আজ দেখিলাম মরুভূমিতে রক্ত স্রোত প্রবাহিত। কি ভীষণ রণ! এজিদ শিবিরের ভস্মাবশেষ হইতে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নি শিখা সহ ধূমরাশি অনবরত গগনে উঠিতেছে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেই দেখিলাম যে, একজন ফকির রণক্ষেত্রের মধ্যে খণ্ডিত দেহ সকলের নিকটে যাইয়া কি যেন দেখিয়া দেখিয়া যাইতেছে। তাহার চলন ভঙ্গী, অনুসন্ধানের

ভাব দেখিয়া যথার্থ ফকির বলিয়া সন্দেহ হইল। ত্রস্তে ঘোড়া ছুটাইয়া ফকির বেশধারীর নিকট যাইতেই দেখি যে, আমাদের গুপ্তচর ওস্‌মান। গলায় তস্‌বী, হাতে আসা, গায়ে সবুজ পিরহান। দেখা হইবামাত্র পরিচয়—আদর, আহ্লাদ, সম্ভাষণ। তাহারই মুখে শুনিলাম, "মহারাজাধিরাজ মহাম্মদ হানিফ মদিনাধিপতির সহিত দামস্ক নগরে প্রবেশ করেন নাই। ঘোর যুদ্ধ সময়েই তিনি এজিদের সন্ধান করেন। যুদ্ধ জয়ের পরক্ষণেই এজিদ তাঁহার চক্ষে পড়ে। এজিদের চক্ষুও চঞ্চল, পশ্চাৎ চাহিতেই দেখেন যে, সেই বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় হইতে ঘোর রক্তবর্ণের তেজ সহস্র শিখায় বহির্গত হইতেছে। নর শোণিতে গাত্রাবরণ গাঢ়রূপে রঞ্জিত হইয়াছে। ঘোড়াটী ও রক্তমাখা হইয়া, সেও এক প্রকার নূতন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বাম হস্তে অশ্বের বল্গা, দক্ষিণ হস্তে বিদ্যুৎ-আভা-সংযুক্ত রক্তমাখা সুদীর্ঘ তরবারী। মুখে কৈ এজিদ্! কৈ এজিদ্! এজিদ্ আপন নাম শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়াই বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। এইক্ষণে পলায়নই শ্রেয়ঃ। পশ্চাৎ ফিরিয়া আর মহাম্মদ হানিফকে দেখেন নাই। যেই দেখা, অমনই যুক্তি—পলায়নই শ্রেয়ঃ। অশ্বে কশাঘাৎ—অশ্ব ছুটীল। মহারাজ ও এজিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিংহ বিক্রমে, হুল হুল ছুটাইলেন। দেখিতে দেখিতে দামস্ক প্রান্তর অতিক্রম করিয়া প্রান্তরের পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর নিকটস্থ হইলেন। পশ্চাৎ দিক হইতে তীর মারিলে এজিদের জীবন-লীলা ঐ স্থানেই শেষ হইত। মহাম্মদ হানিফ একবার এজিদের এত নিকটবর্ত্তী হইয়া ছিলেন যে, অসির আঘাত করিলেও এজিদ্‌শির তখনই ভূতলে লুণ্ঠিত হইত। পশ্চাৎ দিক হইতে কোন অস্ত্রাঘাত করিবেন না; সম্মুখ হইতে এজিদকে আক্রমণ করিবেন আশাতেই বোধ হয়, মহাবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া ছিলেন। কিন্তু এজিদও এমন ভাবে অশ্ব চালাইতেছে যে, কিছুতেই মহারাজকে অগ্রে যাইতে দেন নাই। দেখিতে দেখিতে আর দেখা গেল না।

প্রথম, অশ্ব অদর্শন, শেষে আরোহীদ্বয়ের মস্তক পর্য্যন্ত চক্ষের অগোচর। আর কোন সন্ধান নাই। সংবাদ নাই। কয়েকজন আম্বাজী অশ্বারোহী সৈন্য মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল, কিন্তু তাহারা অনেক পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল। এই শেষ সংবাদ।"

সংবাদবাহী অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। গাজী রহমান আর অপেক্ষা করিলেন না। রাজপুরী মধ্যে অগ্রে পদাতিক সৈন্য প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহার পর অশ্বারোহী বীরগণ পুরী মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। তৎপর মহা মহারথীগণ এজিদ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। বীর দাপে জয়-ঘোষণা করিতে করিতে রাজপুরী মধ্যে সকলেই প্রবেশ করিলেন। সে বীর দাপে, এবং জয় রবে রাজ প্রাসাদ কাঁপিতে লাগিল। সিংহাসন টলিল। সে রব দামস্কের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিল।

গাজী রহমান, মসহাব কাক্কা, ওমর আলী অন্যান্য রাজন্যগণ, মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবিদিনকে ঘেরিয়া "বেস মেল্লাহ" বলিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরী মধ্যে একটী প্রাণীও তাঁহাদের নয়নগোচর হইল না। সকলই রহিয়াছে, যে খানে যাহা প্রয়োজন, সকলই পড়িয়া রহিয়াছে, এখনই যেন অধিকারীরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও ঐ ভাব। কেহই নাই। অস্ত্রধারী অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি যাহা কিছু নয়নগোচর হয়, সকলই তাঁহাদের। ক্রমে তৃতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত। সেখানেও ঐ কথা। গৃহসামগ্রী যেখানে যেরূপ সাজান, ঠিক তাহাই আছে। কোনরূপ রূপান্তর হয় নাই। এখনই ছাড়িয়া—এখনই তাড়াতাড়ী ফেলিয়া যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কক্ষান্তরে কক্ষ শেষে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি আশ্চর্য্য—সেখানেও সেই ভাব। সকলই আছে,—রাজপুরী মধ্যে যাহা যাহা প্রয়োজন, সকলই আছে। কিন্তু তাঁহাদের সৈন্য সামন্ত—তূরী ভেরী নিশানধারীগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কক্ষে কক্ষে সন্ধান করিয়াও জনপ্রাণীর দেখা পাইলেন না। ভাবে বোধ হইল, যেন কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছে। কোথায় সে গুপ্ত স্থান? তাহার কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। জয়ের পর—যুদ্ধজয়ের পর, বিপক্ষ রাজপুরী প্রবেশের পর,—রাজপ্রাসাদ অধিকারের পর—যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইতে আরম্ভ হইল। দুই হস্তে লুট। প্রথম সৈন্যগণের লুট। যে যাহা পাইল, সে তাহাই আপন অধিকারে আনিল। কত গুপ্ত-গৃহের কপাট ভগ্ন হইতেছে, হীরা, মতি, মণি,

কাঞ্চণ, কত রাজ-বসন, কত মণি-মুক্তা-খচিত আভরণ, রাজ-ব্যবহার্য্য দ্রব্য, যাহার হস্তে যাহা পড়িতেছে, লইতেছে। আর যাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছে, ভাঙ্গিয়া ছারখার করিতেছে।

নব ভূপতি মহারথীগণে বেষ্টিত হইয়া, ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া, 'আল্ হাদ্‌ম্ লেল্লাহো' বলিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বিজয়-বাজনা বাজিতে লাগিল। রাজ-নিশান শতবার শির নামাইয়া দামস্কাধিপতির বিজয়-ঘোষণা করিল। অন্যান্য রাজন্যগণ নত শিরে অভিবাদন করিয়া রাজসিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। রক্তমাখা শরীরে, রক্তমাখা তরবারী হস্তে, যথোপযুক্ত আসনে, রাজ-আদেশে উপবেশন করিলেন। সৈন্যগণ নিষ্কোষিত অসি হস্তে, নব ভূপতির বিজয়-ঘোষণা করিয়া নত শিরে অভিবাদন করিলেন।

গাজী রহমান রাজসিংহাসন চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন। "ভিন্ন দেশীয় মহামাননীয় ভূপতিগণ! রাজন্যগণ! এবং মাননীয় প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ! সৈন্যগণ! যুদ্ধ সংশ্রবী বীরগণ! এবং সভাস্থ বন্ধুগণ! দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে এবং আপনাদের বলবিক্রমে, সহায়ে ও সাহায্যে আজ জগতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন হইল। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়—তাহারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জলন্ত রেখায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ২ অঙ্কিত হইল। এই দামস্ক সিংহাসন আজ বক্ষ পাতিয়া যে ভূপতির উপবেশন স্থান দিয়াছে, ইহা এই নব ভূপতিরই পৈত্রিক আসন। যে কারণে এই আসন হাজরাত্ মাবিয়ার করতলস্থ হয়, তদ্বিবরণ এইক্ষণ উল্লেখ বিরুক্তি মাত্র। বোধ হয় আপনারা সকলেই তাহা অবগত আছেন। মহাত্মা মাবিয়া যে যে কারণে এজিদের প্রতি নারাজ হইয়া, যাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদিগকে পুনঃরায় প্রতিদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, যে কৌশলে এজিদ মহামান্য প্রভু হাসেন হোসেনকে বঞ্চনা করিয়া এই রাজ্য যে ভাবে আপন অধীনে রাখিয়াছিলেন, সে বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। এমাম বংশ একেবারে ধ্বংশ করিয়া নির্ব্বিবাদে দামস্ক এবং মদিনা রাজ্য একচ্ছত্ররূপে ভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া; যে কৌশলে প্রভু হাসেনের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন, যে কৌশলে এমাম হোসেনকে নূরনবী মহাম্মদের রওজা হইতে বাহির করিয়া কুফায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সকলেই শুনিয়াছেন।

মহাপ্রান্তর কারবালার ঘটনা যদিও আমরা চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু মদিনা-বাসীদিগের মুখে যে প্রকার শুনিয়াছি, তাহা আমার বলিবার শক্তি নাই। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, হইয়াছে। তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

যে'দিন দামস্ক প্রান্তরে আমাদের শেষ আশা—মুসলমান জগতের শেষ আশা,—এমাম বংশের একমাত্র রত্ন, পবিত্র সৈয়দ বংশের একমাত্র অমূল্য নিধি এই নবীন মহারাজ জয়নাল আবিদিনকে, যে দিন এজিদ শূলেতে চড়াইয়া প্রাণবধের আজ্ঞা করিয়াছিল, সে দিন এজিদ প্রেরিত সন্ধী-প্রার্থী দূতবরকে যে যে কথা বলিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছিলাম, মহাশক্তি সম্পন্ন ভগবান আজ আমাদিগকে সেই শুভ দিনের মুখ দেখাইলেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। কিন্তু আশা মিটিল না। মনবিকার মন হইতে একেবারে বিদূরিত হইল না। সম্পূর্ণরূপে মনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের লীলা! কে বুঝিবে? সিংহাসনাধিকার পূর্ব্বে মহারাজ হানিফের তরবারী এজিদ রক্তে রঞ্জিত হইতে দেখিলাম না। সে মহাপাপীর পাপময় শোণিতবিন্দু মহাম্মদ হানিফের তরবারী বহিয়া দামস্ক ধরায় নিপতিত হইতে চক্ষে দেখিলাম না। সে স্বেচ্ছাচারী, পরস্ত্রীকাতর, দামস্কের কলঙ্ক, মহাত্মা মাবিয়ার মনবেদনাকারী এজিদের দামস্ক প্রান্তরে লুণ্ঠিত হইতে দেখিলাম না। আক্ষেপ রহিয়া গেল। আরও আক্ষেপ এই যে, এই শুভ-সময় রাজশ্রী মহাম্মদ হানিফকে রাজসিংহাসনের পার্শ্বে উপবেশন দেখিলাম না। সময়ে সকলই হইল। কিন্তু সুখ সময়ে উপস্থিত দুইটী অভাব রহিয়া গেল। না জানি বিধাতা ইহার মধ্যে কি আশ্চর্য্য কৌশল করিয়াছেন। দয়াময় ভগবান কি কৌশল করিয়া—কৌশল জাল বিস্তারে আম্বাজ অধিপতিকে কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। যে পর্য্যন্ত সন্ধান পাইলাম, তাহাতে আশঙ্কার কথা কিছুই নাই। তবে সম্পূর্ণরূপ মনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। (আনন্দধ্বনি) অনেক শুনিলাম, এ জীবনে অনেক দেখিলাম। আশ্চর্য্য ঈশ্বর লীলা! ঈশ্বর ভক্ত—ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের সাংসারিক কার্য্য কখনই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না। তাঁহারা আজীবন কষ্ট, ক্লেশ, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। পরিবারগণও যে সুখ স্বচ্ছন্দে

থাকিতে পারিয়াছেন, তাহাও দেখিলাম না। অনেক অজ্ঞ লোক এই সকল ঘটনায় প্রকাশ্য কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে অবশ্যই বলিয়া থাকে যে, ভক্ত প্রেমিকের দশাই কি এইরূপ! এতবিপদ এত যন্ত্রণা! অপ্রেমিক, জগতে এক প্রকার সুখী। অনেক কার্য্য, সুন্দর মত, সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরের সহিত সম্পন্ন করিয়া লয়।"

ঈশ্বর-প্রেমিকগণ এবং তাঁহাদের পরিবারগণ কি প্রকারে সংসার-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া এত ক্লেশ এত দুঃখ ভোগ করেন; ইহার কারণ হয়ত অনেকেই অনুসন্ধান করেন নাই। বুঝিলে এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই মীমাংসা হয়। প্রেমিকের প্রেম-পরীক্ষাই ইহার মূলতত্ব। এবং তাহাই উদ্দেশ্য। দৈহিক কষ্ট জগতে কিছুই নহে। আত্মার বল এবং পরকালের সুখই যথার্থ সুখ। অনন্তধামের অনন্ত সুখ ভোগই যথার্থ সুখ সম্ভোগ।

দামস্ক নগরের মাননীয় বন্ধুগণ! পূর্ব্ব হইতেই এমাম বংশের প্রতি মনে মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে আমাদের এই নবীন ভূপতির কারাগার অবস্থায় খোত্বা পাঠ সময়ের ঘটনার কথায় শুনিয়াছি। ভাগ্যক্রমে অদ্য স্বচক্ষেই দেখিতেছি। ঈশ্বর ইহাঁদের মঙ্গল করুন। রাজানুগ্রহ চিরকাল ইহাঁদের প্রতি সমভাবে থাকুক। ইহাই সেই সর্ব্বাধীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি।

দামস্ক নগরস্থ এমাম ভক্ত দলপতিগণের মধ্য হইতে মহা সম্রান্ত এবং মাননীয় কোন মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আমরা চিরকালই হাজরাত-নূরনবী মোহাম্মদের আজ্ঞাবহ দাসানুদাস। মহাবীর হাজরাত মরতুজা-আলীর চিরভক্ত। মধ্যে কয়েক দিন মহামহীম হাজরাত মাবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম রক্ষা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছি। হাজরাত মাবিয়ার পীড়িত সময় হইতেই আমাদের দুর্দ্দশার সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর মন্ত্রী-প্রবর হামানের অপদস্থ এবং এজিদ দরবারে বৃদ্ধ মন্ত্রীর বয়স দোষে বুদ্ধি-বিবেচনায় ভ্রম জন্মিয়াছে। মরিয়ানের বিবেচনায় এই কথা সাব্যস্ত হওয়ার পর হইতেই আমাদের দুর্দ্দশার পথ সহজেই পরিষ্কার হইয়াছে। আর কোথা যাই, এক প্রকার জীবন্মৃত প্রায় হইয়া দামস্কে বাস করিতেছি। এইরূপে

দয়াময় জগদীশ্বর যাঁহাদের রাজ্য, তাহাদের হস্তেই পুনঃ অর্পণ করিলেন। আমাদের জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ সকলই ইহকাল পরকাল হইতে উপশম হইল। আমরা দুই হস্ত তুলিয়া সর্ব্বশক্তিমান ভগবান সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবিদিনের রাজমুকুট চিরকাল অক্ষুন্ন ভাবে পবিত্র শিরে শোভা করুক। আমরাও মনের সহিত রাজসেবা করি। পূণ্যভূমি মদিনার অধীনস্থ হইয়া চিরকাল গৌরবের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকি। মদিনার অধীনতা স্বীকার করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। আমরা সর্ব্বান্তকরণে মহারাজ জয়নাল আবিদিনের মঙ্গল কামনা করি। আজ মনের আনন্দে নবীন মহারাজের বিজয় ঘোষণা করিয়া মনের আবেগ দূর হইল। শান্তি-সুখে সুখী হইয়া ভাগ্যবান হইলাম’।

বক্তার কথা শেষ হইতে না হইতেই, সাহী দরবার হইতে সহস্র মুখে “জয় জয়নাল আবিদিন” রব উচ্চারিত হইয়া প্রবাহিত বায়ু সহিত প্রতিযোগিতায় প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। জয় জয়নাল আবেদিন! সকলেই নতশিরে নবীন মহারাজের সিংহাসন চুম্বন করিলেন। এবং যথোপযুক্ত উপঢৌকনাদি রাজগোচর করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন। ইহকাল এবং পরকালের আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া শত শত বার সিংহাসন চুম্বন করিলেন। সে সময় সাদীয়ানা বাদ্য বাদিত না হইয়া, রণ বাদ্যই বাজিতে লাগিল। কারণ এজিদের কোন সংবাদ নাই। এজিদ-বধের কোন সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। দরবার বরখাস্ত হইল। মহারাজ জয়নাল আবিদিন গাজী রহমানের মন্ত্রনায়, জননী, ভগ্নী, এবং অন্যান্য পরিজনকে বন্দীগৃহ হইতে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন করিতে ওমর আলী, আক্কেল আলী সহ রাজপ্রাসাদ হইতে বন্দীগৃহে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য রাজাগণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম সুখ প্রয়াসী হইয়া, বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। দ্বারে দ্বারে প্রহরী খাড়া হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ, সৈন্যগণ, দামস্ক সৈন্যনিবাসে যাইয়া, সজ্জিত কক্ষ সকল, নির্দ্দিষ্টরূপ গ্রহণ করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় প্রবাহ।

দয়াময় ভগবান্! তোমার কৌশল-প্রবাহ কোথায় কোন পথে কত ধারে যে অবিরত ছুটিতেছে, কৃপাবারি কখন কাহার প্রতি কত প্রকারে কত আকারে যে ঝরিতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া বুঝিবার সাধ্য জগতে কাহারও নাই। সে লীলা-খেলার যথার্থ মর্ম্ম কলমের মুখে আনিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতাও কোন কবির কল্পনায় নাই। কাল জয়নাল আবিদিন দামস্ক কারাগারে এজিদ হস্তে বন্দী, প্রাণ ভয়ে আকুল। আজ সেই দামস্ক সিংহাসন, তাঁহার বসিবার আসন। রাজ্যে পূর্ণ অধিকার। রাজপুরী পদতলে। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রাণ তাঁহার করযুক্তে! কাল বন্দী বেশে বন্দীগৃহ হইতে পলায়ন, শূণেতে প্রাণবধের ঘোষণা শুনিয়া, পর্ব্বত গুহায় আত্মগোপন। নিশীথ সময় স্বজন হস্তে পুনরায় বন্দী। চিরশক্র মরিয়ান সহ একহস্তে এক সময় বন্দী। মরিয়ান জীবনের মত বন্ধন-দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। জয়নাল আবিদিন শিরে রাজমুকুট শোভা করিতেছে। ধন্যরে কৌশল! ধন্য ধন্য তোমার মহিমা।

আবার এ কি দেখিতেছি। এখনই কি দেখিলাম, আবার এখনই বা কি দেখিতেছি। এই কি সেই বন্দীগৃহ? যে বন্দীগৃহের কথা মনে পড়িলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া যায়, হৃদয়ের শোণিতাংশ জলে পরিণত হয়, এ কি সেই বন্দীগৃহ? যে সূর্য্যাধিকারে একবার দেখিয়াছি, এখনও সে অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও লোহিত সাজে সাজিয়া পররাজ্যে দেখা দিতে জগৎ চক্ষে চক্ষুর অন্তরাল হয় নাই; ইহারই মধ্যে এই দশা! এত পরিবর্ত্তন! কৈ, সে যমদূত সদৃশ প্রহরিগণ কৈ? সে নির্দ্দয় নিষ্ঠুরেরাই বা কোথায়? শাস্তির উপকরণ লৌহশলাকা, জিঞ্জির, কটাহ, মুসল, সকলই পড়িয়া আছে। জীবন্ত-জীব কোথায়? কৈ, কাহাকেও ত দেখিতেছি না। কেবল দেখিতেছি জীবনশূন্য দেহ, আর চর্ম্মশূন্য মানব শরীর!

কেহ নাই। এদিকে একটী প্রাণীও নাই। যেদিকে থাকিবার সেদিকে আছে। প্রভু হোসেন পরিবার যেদিকে বন্দী, সেদিকের কোন পরিবর্ত্তন

হয় নাই। সেই কণ্ঠনিনাদ, সেই স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত্ত বিলাপ। সেই মর্ম্মান্তিক বেদনাযুক্ত গত কথা। কিন্তু ভাব ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন। কণ্ঠ ভিন্ন।

"কোথায় আমি! এই হতভাগিনীই বিষাদ-সিন্ধুর মূল কারণ। আমার জন্যেই বিষ! আমার জন্যেই কারবালার ভীষণ রণ। আমার জন্যেই দামস্ক প্রান্তরে সমর নিশান। এই হতভাগিনী জন্যেই মদীনার সিংহাসন শূন্য। পূর্ব্বে জর্ব্বারের স্ত্রী, পরে প্রভু হাসেনের দাসী। এজিদের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া, জর্ব্বার অর্থ লোভে, রাজ জামতা সুখ সম্ভোগ আশয়ে আমার অসাক্ষাতে এই দামস্ক রাজপ্রসাদে বিনা অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। এজিদ-চক্র জর্ব্বারের বুঝিবার ক্ষমতা কি ?

জর্ব্বার কর্তৃক জয়নাবের পবিত্যাগ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই সালেহা বিবি জর্ব্বারকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন। এরূপ আচরণ যাহার, তাহাকে বিশ্বাস কি ? আব্দুল জর্ব্বারে বিশ্বাস কি ? একজনের প্রতিই যখন এই ব্যবহার, সে একজনও দুই এক দিনের একজন নহে, বাল্য-সখা। বাল্য-কালেই বিবাহ। বাল্যকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত একত্র এক সঙ্গে হরিহরাত্মা হইয়া থাকিয়া শেষে অর্থ লোভে, সামান্য সুখের লালসায় এই দশা। আর তোমায় বিশ্বাস কি ?

এই কথাতেই সালেহা বিবির মন ভঙ্গ। বিবাহে অস্বীকার—জর্ব্বারের পরিতাপ। রাজপুরী হইতে বিদায় ; সংসারে বিরাগ, পরিণামে ফকিরী গ্রহণ। পরনিন্দা করিব না। আমার অদৃষ্টে যাহা লিখা ছিল—হইল। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সুখ দুঃখের কর্ত্তা, তিনিই সর্ব্ব প্রকারে বিধাতা। সকলই তাঁহার ইচ্ছা। জয়নাবের কর্ম্মফল, অদৃষ্টের লিখন। দয়াময়ের খেলা। মানুষের জ্ঞান লাভ ও চৈতন্য।

আমার সহিত এই বন্দীখানার সম্বন্ধ কি ? কোথায় দামস্ক রাজ্যের বন্দী-খানা, আর কোথায় জয়নাব ধর্ম্মকেই জগতের সার মনে করিয়াছিলাম। ধর্ম্মজীবন লাভেই আকুলিতা হইয়াছিলাম। পরকালের উদ্ধার চিন্তাই সে সময় প্রবল হইয়াছিল। বৈধব্য ব্রত পালন সময়ে, শেষ চিন্তাই বেশী হইয়া-ছিল। বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া বুঝিয়াই, মোছলেমের শেষ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছিলাম।

একদিকে জগতের সুখ ভোগ, অপর দিকে ধর্ম্ম ও পরকাল। জগতের সুখ সম্ভোগে মন মজিল না। রাজরাণী হইতেও ইচ্ছা হইল না। ধর্ম্মই জগতের সার, জীবনের সার। পরকালের চিন্তাই যথার্থ চিন্তা। মুক্তিপথই সুপ্রশস্ত সুপথ মনে করিয়া, এই রাজপুরী তুচ্ছ করিলাম। এজিদের পাটরাণী পদ, দুপায়ে ঠেলিয়া, মোছলেমকে স্পষ্ট ভাবে উত্তর করিলাম।

"প্রভু হাসেনের দাসী হইতেই আমার ইচ্ছা।"

ঈশ্বর কৃপায় সময়ে প্রভুপদ দর্শন লাভ ঘটিল। মনের সহিত সেবা করিতে ক্ষমতা জন্মিল। ভাগ্যবতী জ্ঞানে, ঈশ্বরে ধন্যবাদ দিয়া সুখী হইলাম। নূতন সংসারে নূতনত্বও অনেক দেখিলাম। কোন ক্ষেত্রেই সুখ নাই। জগতে সুখ কাহারও নাই। রাজা, প্রজা, ধনী, দুঃখী, কাহারও মনে সুখ নাই। শান্তিসুখ কোন হৃদয়ে নাই। পবিত্র পুরী মধ্যে থাকিয়াও হতভাগিনী সময়ে সময়ে নানা কারণে মনোবেদনা ভোগ করিয়াছে। স্বপত্নী-বাদ হিংসা গুণে জলিয়া খাক হইতে হইয়াছে। স্বপত্নী-জীবন বড়ই দুঃখের জীবন। সপত্নী সহ একত্র বাস এক প্রকার জীয়ন্তে নরক ভোগ। আমি কিন্তু এক প্রকার সুখেই ছিলাম। যেখানে প্রভুর আদর, সেখানে অন্যের অনাদরে দুঃখ কি? কিছু দিন যায়, একদিন অতি প্রত্যূষে মেঘের গুড়্ গুড়্ শব্দের ন্যায় ডঙ্কা, কাড়া, নাগারা ধ্বনী, কাঁশ আসিল। মনে আছে, খুব মনে আছে। প্রভাত হইতে না হইতেই মদীনাবাসীরা ঈশ্বরের নাম করিয়া বীরমদে মাতিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে চর্ম্ম, বর্ম্ম, তীর, তরবারী, যুবা বৃদ্ধ সকলের শরীরেই শোভা পাইতে লাগিল। রূপের আভা, অস্ত্রের আভা, সজ্জিত আভায়, সমুদিত দিনমনির অদ্বিতীয় উজ্জলাভা, সময় সময়, যেন মলিন মলিন বোধ হইতে লাগিল।

প্রভুও সজ্জিত হইলেন। বীর সাজে সাজিলেন। সে সাজ আমার চক্ষে সেই প্রথম। এখনও যেন চক্ষের উপরে ঘুরিতেছে। দেখিলাম প্রভুই সকলের নেতা। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, বীর-প্রসবিনী মদীনার বীরাঙ্গনাগণ মুক্তকেশে অসি হস্তে দলে দলে প্রভুর নিকট আসিয়া যুদ্ধে যাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কাহার সহিত যুদ্ধ? কে সে লোক? যে কুলের কুল-বধূ পর্য্যন্ত অসি হস্তে সে মহাপাপীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। শেষে

শুনিলাম এজিদের আগমন, মদীনা আক্রমণের উপক্রম। ধন্য মদীনা! বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে ধর্ম্ম রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা, জাতীয় জীবন রক্ষা হেতু নারী জীবনে রণ বেশ। কোমল করে লৌহ অস্ত্র! হৃদয়ের সহিত তোমায় নমস্কার করি।

প্রভু আমার রণ-রঙ্গিণীদিগকে, ভগ্নি সম্ভাষণে কত অনুনয় বিনয় করিয়া যুদ্ধগমনে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিলেন। ঈশ্বর কৃপায় মদীনাবাসীর সাহায্যে যুদ্ধ জয় হইল। বিজয়ী বীরগণকে মদীনা ক্রোড় পাতিয়া কোলে লইল। আমার ভাবনা, চিন্তা, এজিদের ভয় হৃদয় হইতে একবারে সরিয়া গেল। এজিদ পক্ষ পরাস্ত। আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু একটী কথা মনে হইল। ঐ যুদ্ধের কারণ কি? প্রকাশ্যে যাহাই থাকুক, লোকে যাহাই বলুক, রাজ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে জয়নাব লাভ আশা যে এজিদের মনে না ছিল, তাহা নহে। ঈশ্বর রক্ষা করিলেন। কিন্তু জায়দার চিন্তা, জয়নাবের সুখ-তরী বিষাদ-সিন্ধুতে বিসর্জ্জন করা। সোণায় সোহাগা মিশিল। মায়মুনার ছলনায়, জায়দা ইহকাল পরকালের কথা ভুলিয়া স্বপত্নী বাদে হিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বহস্তে স্বামী মুখে বিষ ঢালিয়া দিলেন। খর্জ্জুর উপলক্ষ মাত্র। জায়দার কার্য্য জায়দা করিল। কিন্তু ঈশ্বর রক্ষা করিলেন। প্রাণ বাঁচিল। প্রভু রক্ষা পাইলেন। কিন্তু শত্রুর ক্রোধ দ্বিগুণ, ক্রমে চতুর্গুণ বাড়িয়া প্রাণ বিনাশের নূতন চেষ্টা হইতে লাগিল। চক্রির চক্র ভেদ করা কাহারও সাধ্য নাই। সেই মায়মুনার চক্র, সেই জায়দার প্রদত্ত বিষেই প্রভু আমার জগৎ কাঁদাইয়া জগতে চিরবিষাদ-বায়ু বহাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। জয়নাবের কপাল—পোড়া কপাল আবার পুড়িল। আবার বৈধব্য ব্রত। সংসার-সুখে পুনরায় জলাঞ্জলি।

স্থির করিলাম, এ পবিত্র পুরী জীবনে পরিত্যাগ করিব না। যেখানেই যাইব নিস্তার নাই। এজিদের হস্ত হইতে জয়নাবের নিস্তার নাই ভাবিয়া, প্রভু হোসেনের আশ্রয়েই রহিলাম। এজিদের আশা যেমন, তেমনই রহিয়া গেল। এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত কৌশলেও জয়নাব হস্তগত হইল না; সম্পূর্ণ বিঘ্নই আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতাকে ইহ জগৎ হইতে দূর করাই এজিদের আন্তরিক ইচ্ছা। প্রকাশ্যে রাজ্য লাভের কথা, কিন্তু মনের মধ্যে অন্য কথা।

এজিদের চক্রেই প্রভু হোসেনের কুফায় গমন সংবাদ। পরিজন সহ প্রভু হোসেন কুফায় গমন করিলেন। হতভাগিনীও সঙ্গে চলিল। হায়! কোথায় কুফা—কোথায় কারবালা। কারবালার ঘটনা মনে আছে সকলই, কিন্তু মুখে বলিবার সাধ্য নাই। হায়! আমার জন্য কিনা হইল। মহাপ্রান্তর কারবালাক্ষেত্রে রক্তের নদী বহিল। শত শত সতী, পতিহারা, পুত্রহারা হইয়া আজীবন চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। মহা মহা বীর সকল, এক বিন্দু জলের জন্য লালায়িত হইয়া শত্রু হস্তে অকাতরে প্রাণ সমর্পন করিল। কত বালক বালিকা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে, পিতার বক্ষে, মাতার ক্রোড়ে দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল। কাসেম সখিনার কথা মনে হইলে এখনও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। শোকসিন্ধু মধ্যে বিবাহ। কি নিদারুণ কথা। কাসেম সখিনার বিবাহ কথা মনে পড়িলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। সে দুর্দ্দিনের শেষ ঘটনায় যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইল। সে অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে কাহারও বাধা দিবার ক্ষমতা যে নাই প্রভু হোসেন তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শীমারের খঞ্জরে দেহ ত্যাগ করিলেন। হায়! হোসেন! হায় হোসেন রবে প্রকৃতির বক্ষ ফাটিতে লাগিল। আমরা তখনই বন্দিনী। নুরনবী মোহাম্মদের পরিজনগণ তখনই বন্দিনী। দামস্কে আসিলাম। আর রক্ষা নাই। এজিদ হস্ত হইতে আর নিস্তার নাই। ডুবিলাম আর রক্ষার উপায় নাই। নিরাশ্রয়ার আশ্রয়ই ঈশ্বর। আশা ভরসা যাহা যাহা সম্বল ছিল, ক্রমে হৃদয় হইতে সরিয়া এক মহাবলের সঞ্চার হইল। এজিদ নামে আর কোন ভয়ই রহিল না। এই ছুরিকা হস্তে করিতেই মন যেন ডাকিয়া বলিল, এই অস্ত্র—দুরাচারের মাথা কাটিতে এই অস্ত্র। সাহস হইল, বুকেও বল বাঁধিল। পারিব,—সে অমূল্য রত্ন, রমণীকুলের মহামূল্য রত্ন, দস্যু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম। হয় দস্যুর জীবন, নয় ধনাধিকারিণীর জীবন এই ছুরিকার অগ্রে। হয় এজিদের বক্ষে প্রবেশ করিবে। নয় জয়নাবের চিরসন্তাপিত হৃদয়ের শোণিত পান করিবে। আর চিন্তা কি! নির্ভয়ে, নির্ভীকে, সাহসে নির্ভর করিয়া বসিলাম। পাপীর চক্ষু, এ পাপ চক্ষে কখনই দেখিব না ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিয়তির বিধানে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। দামস্কে

আসিবামাত্রই এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইল। পাপীর কথা শুনিলাম। উত্তরও করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকাও দেখাইলাম। মহাপাপীর হৃদয় কম্পিত হইল। মুখের ভাবে বুঝিলাম, নিজ প্রাণের ভয় অপেক্ষা জয়নাবের প্রাণের ভয়ই যেন তাহার অধিক। কি জানি জয়নাব আত্মহত্যা করে, তবেই ত সর্ব্বনাশ।

যাহাই হউক, ঈশ্বর কৃপায় পাপাত্মার মনে যাহাই উদয় হউক, সে সময় রক্ষা পাইলাম। কিন্তু বন্দীখানায় আসিতে হইল। এই সেই বন্দীগৃহ। জয়নাব, এজীদের বন্দীখানায় বন্দিনী। প্রভু পরিজন এজিদের বন্দীখানায় এই হতভাগিনীর সঙ্গিনী। আমার কি আর উপায় আছে। আমার পাপের কি ইতি আছে? না উদ্ধার আছে?

দয়াময়! তুমিই অবলার আশ্রয়, তুমিই নিরাশ্রয়ার উভয় কালের আশ্রয়। করুণাময়! তোমাকেই সর্ব্বসার মনে করিয়া এই রাজসিংহাসন পদতলে দলিত করিয়াছি। রাজভোগ, পাটরাণীর সুখসম্ভোগ, ঘৃণার চক্ষে তুচ্ছ করিয়াছি। তুমিই বল, তুমিই সম্বল। তুমিই অন্তকালের সহায়।"

পাঠক। ঐ শুনুন, ডঙ্কা তূরী ভেরীর বাদ্য শুনিতেছেন? জয়ধ্বনীর দিকে মন দিয়াছেন?

"জয় জয়নাল আবিদিন!" শুনিলেন। দামস্কের নবীন মহারাজ পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। পূজনীয়া জননী, মাননীয়া সহোদরা এবং অপর গুরুজনকে বন্দীখানা হইতে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। বেশী দূরে নয়। প্রায় বন্দীখানার নিকটে। জয়নাবের কথা এখনও শেষ হয় নাই, আবার শুনুন। এদিকে মহারাজ আসিতে থাকুন।

জয়নাব বলিতেছেন, আমারই জন্যই প্রভু পরিবারের এই দুর্দ্দশা। এজিদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, মদীনার সিংহাসন কখনই শূন্য হইত না। জায়দার হস্তে মহাবিষ উঠিত না।' সখীনাও সদ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিত না। পবিত্র মস্তক বর্শাগ্রে বিদ্ধ হইয়া শীমার হস্তে দামস্কে আসিত না। মহাভক্ত আজরও স্বহস্তে সাত পুত্র বধ করিত না। কত চক্ষে দেখিয়াছি, কত কাণে শুনিয়াছি। হায়! হায়। সকল অনিষ্টের, সকল দুঃখের মূলই এই হতভাগিনী। শুনিয়াছি, শীমারের প্রাণ গিয়াছে। মরিয়ানের দেহখণ্ডিত

হইয়াছে। বন্দীখানায় অনেক শুনিলাম। অনেকের মুখে অনেক কথা শুনিলাম। আম্বাজ অধিপতি আসিয়াছেন, মহা মহা বীর সকল আসিয়াছেন। কত কথাই শুনিলাম। শেষে শুনিলাম, শুনেতে ওমরালীর প্রাণবধের সংবাদ। হারাইলাম এমাম বংশের এক মাত্র মহামূল্য মণি জয়নাল আবিদিন।

একি শুনি!

"জয় জয়নাল আবিদিন" পাঠক! জয়নাবের কথা ফুরাইল। উচ্চৈঃস্বরে জয়রব করিতে করিতে সৈন্যগণ বন্দিখানার মধ্যে আসিয়া পড়িল। দীন মোহাম্মদি নিশান, জয়ডঙ্কার তালে তালে, দুলিয়া দুলিয়া উড়িতে লাগিল। নবীন মহারাজ, আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনসহ বন্দিগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক! এই অবসরে লেখকের একটি কথা শুনুন। সুখেও কান্না পুরুষেও কাঁদে। স্ত্রীলোকেও কাঁদে। তবে পরিমাণে বেশী আর কমি। জয়নাল আবিদিন বন্দিগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাঁহার মাতা, সহোদরা প্রভৃতি প্রিয় পরিজনগণ সুখের কান্নায় চক্ষের জল ফেলিলেন, কি হাসি মুখে হাসিতে হাসিতে প্রিয়দর্শন জয়নালকে ক্রোড়ে করিয়া, মুখচুম্বন করিলেন; কি কোন কথা কহিয়া প্রথম কথা আরম্ভ করিলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ কথা নহে। দামস্ক কারাগার সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত হইলেও, প্রত্যক্ষে দেখাইতে যে না পারি, তাহাও নহে। (কার সাধ্য রোধে কল্পনার আঁখি), তবে কথা এই যে, তাহাই দেখিবেন, না মোহাম্মদ হানিফ, এজিদের পশ্চাৎ ঘোড় উঠাইয়া কি করিতেছেন, তাহাই দেখিবেন। আমার বিবেচনায়, শেষ দৃশ্যই এইক্ষণে প্রয়োজন। এজিদ বধের জন্য সকলেই উৎসুক। গাজী রহমানেরও ঐ চিন্তাই এখন প্রবল। মোহাম্মদ হানিফার কি হইল? এজিদের ভাগ্যেই বা কি ঘটিল?

নবীন মহারাজ তাঁহার মাতার পদধূলী, মাথায় মাখিয়া, অন্য অন্য গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া, বন্দীখানা হইতে বিজয় ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে, জয় পতাকা উড়াইতে উড়াইতে, প্রিয় পরিজনসহ রাজপুরী মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করুন। আমরা মোহাম্মদ হানিফের অন্বেষণে যাই। চলুন! এজিদের অশ্বচালনা দেখি।

চতুর্থ প্রবাহ।

আশা মিটিবার নহে। মানুষের মনের আশা, পূর্ণ হইবার নহে। ঘটনার সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেকের মনে, অনেক প্রকারের আশার সঞ্চার হয়। আশার কুহকে মাতিয়া, অনেকে পথে অপথে ছুটিয়া বেড়ায়। ঘটনাচক্রে যতদূর গড়াইয়া লইয়া যায়, তাহাতেই বোধ হয় যেন, পূর্ব্ব আশা পূর্ণ হইল। এই পূর্ণ বোধ হইতে হইতে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, এমন কি পঞ্চ প্রকারের আশা, পঞ্চদশ ভাগে পঞ্চাশৎ বিভাগে ঘটনা-লিপ্ত মানুষের হৃদয়াকাশে সচঞ্চল চঞ্চলার ন্যায় ছুটিতে থাকে, খেলিতে থাকে। জীবনের সহিত আশার সম্বন্ধ। আকাঙ্খার নিবৃত্তি, আশার শান্তি, জীবনের ইতি, এতিনেই এক, আবার একেই তিন। সুতরাং জীবন্ত দেহে মনের আশা মিটিবার নহে। আশা মিটিল না। মোহাম্মদ হানিফার মনের আশা পূর্ণ হইল না।

যুগল অশ্ব বেগে ছুটিয়াছে। এজিদের অশ্ব অগ্রেই আছে। হানিফার মনের আশা, এজিদকে না মারিয়া জীয়ন্ত ধরিবেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে, তাহাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা পারিতেছেন না। এজিদ অশ্ব চালনায় পরিপক্ক। প্রাণের দায়ে, পথ, অপথ, বন, জঙ্গল মধ্য দিয়া অশ্ব চালাইতেছেন। পলাইতে পারিলেই রক্ষা।—পারিতেছেন না। হানিফাকে দূরে ফেলিয়া আত্ম গোপন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। সেই সমভাব। যাহা কিছু প্রভেদ অগ্র আর পশ্চাৎ। এজিদ প্রাণপণে অশ্ব চালাইয়াছেন, কিন্তু হানিফাকে দূরে ফেলিয়া তাঁহার চক্ষের অগোচর হওয়া দূরে থাকুক, হস্তস্থিত তরবারীর অগ্রভাগ হইতে সূচ পরিমাণ স্থানও অগ্রে যাইতে পারিতেছেন না। সূর্য্য তেজ কমিতেছে, মোহাম্মদ হানিফার রোষ বাড়িতেছে। যতই ক্লান্ত, ততই রোষের বৃদ্ধি।

মোহাম্মদ হানিফ অশ্ব বলগা দন্তে ধারণ করিয়া এজিদকে ধরিবার নিমিত্ত দুই হস্ত বিস্তার করিয়াছেন। ছুল ছুল প্রাণপণে দৌড়িতেছে, কিন্তু ধরিতে পারিতেছেন না। এই ধরিলেন, এই বারেই ধরিবেন, আর একটু অগ্রসর হইলেই ধরিতে পারিবেন, অশ্ব হইতে চ্যুত করিবেন, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছেন না।

এজিদ্ প্রাণ ভয়ে পলাইতেছে। অন্য কোন কথা সে সময় মনে উদয় হইবার কথা নহে। প্রাণ বাঁচাইবার পন্থাই নানা পথে, নানা প্রকারে মনে মনে আঁচিতেছেন। আর একথাটাও বেশ বুঝিয়াছেন, যে মোহাম্মদ্ হানিফ তাঁহার প্রাণবধের ইচ্ছা করিলে,—বহু পূর্ব্বক্ষণ শেষ করিতে পারিতেন, তাহা করিতেছেন না। মন ডাকিয়া বলিতেছে, "এজিদকে হানিফা ধরিবেন, মারিবেন না। প্রাণে মারিবেন না। হইতে পারে, এজিদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ নিষেধ, এ দুয়ের এক না হইয়া এরূপ ভাবে বীরের সম্মুখে,—বীর-বরের অস্ত্রের সম্মুখ হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা সৌভাগ্যেরই কথা। এখন কোন উপায়ে ইহাঁর চক্ষের অগোচর হইতে পারিলেই রক্ষা। হানিফা চিরদিন দামস্কে বাস করিবে না। এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যমের হস্ত হইতে বাঁচিতে পারিলেই প্রাণ বাঁচে। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই প্রকার ঘোরাফেরা করিয়া সময় কাটাইতে পারিলেই আর ভয়ের কারণ নাই। আমার পরিচিত হানিফার অপরিচিত দেশ এবং পথ। আমি অনায়াসেই অন্ধকারে চলিতে পারিব। আজিকার অস্তই আমার শুভ অস্ত। জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়।"

এই সকল চিন্তা শ্রেণীবদ্ধরূপে যে এজিদের মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাণান্ত সময়ের পূর্ব্ব লক্ষণ যেমন ক্ষণকাল বিকার, ক্ষণকাল অজ্ঞান, ক্ষণকাল ঘোর অচৈতন্য, ক্ষণকাল সজ্ঞান। সেই সজ্ঞান সময়টুকু মধ্যে ঐরূপ চিন্তার ঢেউ সময়ে সময়ে এজিদের মনে উঠিতেছিল। এজিদ হস্ত হইতে অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিলেন। সজোরে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। এখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। অশ্বের স্বেচ্ছাধীন গতিই তাঁহার গতি। অশ্বের মনমত পথই তাঁহার বাঁচিবার পথ। আর দক্ষিণ বামে ফিরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন না। ঘোড়া আপন ইচ্ছামত ছুটিয়াছে।

হানিফ কিঞ্চিৎ দূরে পড়িলেন। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—এজিদ। হানিফার হস্ত হইতে তোমার আজ নিস্তার নাই। কিন্তু এজিদ, এ অবস্থায় তোমাকে প্রাণে মারিব না। জীয়ন্ত ধরিব। তোমার খণ্ডিত শিরের ধরাবলুণ্ঠিত ভাব, শির-শূন্য দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার দৃশ্য ভাব, হানিফা একা দেখিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষ বীরের আঘাত, চারি চক্ষু একত্র করিয়া। আমি কাপুরুষ নহি যে, তোর পশ্চাৎ দিক হইতে অস্ত্র

নিক্ষেপ করিব। হানিকার অস্ত্র আজ পর্য্যন্ত কাহারও পৃষ্ঠ নির্দ্দেশে নিক্ষেপ হয় নাই। অগ্রে চক্ষে ধাঁদা না লাগাইয়া অদৃশ্যভাবে কাহারও শরীরে প্রবেশ করে নাই। তুমি মনেও করিও না যে, তোমার পিছনে থাকিয়া পৃষ্ঠে আঘাত করিব। তুমি জঙ্গলে যাও, পাহাড়ে যাও, হানিফা তোমার সঙ্গ ছাড়া নহে।”

এজিদ, হানিকার রক্তমাখা শরীর প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াছেন। একবার মাত্র চারি চক্ষু একত্র হইয়াছে। এজিদ হানিকার দিকে ২য় বার চাহিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু সে রক্তজবা সদৃশ আঁখি, রক্তমাখা তরবারী, তাঁহার চক্ষের উপর অনবরত ঘুরিতেছে। হৃদয়ে জাগিতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণ কাঁপিতেছে। আতঙ্কে দক্ষিণ বামে দেহ দুলিতেছে, কোন সময় সম্মুখে ঝুঁকিতেছে। অশ্বচালনে বিশেষ পরিপক্ক হেতুতেই আসন টলিতেছে না।

মোহাম্মদ হানিফ পুনর্বার উচ্চৈঃস্বরে বীর বিক্রমে বলিতে লাগিলেন, এজিদ। বহু পরিশ্রমের পর তোমার দেখা পাইয়াছি। কখনই চক্ষের অন্তরাল হইতে পারিবে না। তুই জানিস্ হানিকার বল বিক্রম প্রকাশের আজই শেষ দিন। আজই হানিকার ক্রোধাঙ্কের শেষ অভিনয়। আজই বিষাদের শেষ,—বিষাদ-সিন্ধুর শেষ,—তোর জীবনের শেষ। ঐ দেখ্। সূর্য্য অস্ত যায়। এই অস্তের সহিত কত অস্তের যে যোগ আছে, তাহা কে বলিতে পারে? আমি দেখিতেছি, তিন অস্ত একত্রে মিশিবে। এক সঙ্গে একযোগে ঘটিবে। তোর পরমায়ু, দামস্কের স্বাধীনতা, এবং উপস্থিত সূর্য্য। চাহিয়া দেখ্। যদি জ্ঞানের বিপর্য্যয় না ঘটিয়া থাকে, তবে চাহিয়া দেখ্। গমনোন্মুখ সূর্য্য কেমন চাকচিক্য দেখাইয়া স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষা করিতেছে। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপও ঐরূপ তেজে জ্বলিয়া উঠে। প্রাণ বিয়োগ সময়ে শয্যাশায়ী রোগীর নাড়ীর বলও ঐরূপ সতেজ হয়। তোর কিঞ্চিৎ অগ্রসরও তাহাই। আর বিলম্ব নাই। যে একটুকু অগ্রসর হইয়াছিস, সে বাঁচিবার জন্য নহে। ডুবিবার জন্য। মরুভূমিতে ঘুরিয়াছ, বনে প্রবেশ করিয়াছ, পর্ব্বতে উঠিয়াছ, চক্ষু হইতে সরিয়া যাইতে; কত চক্রই খেলিয়াছ, সরিতে পার নাই। হানিকার চক্ষে ধুলি দিয়া চক্ষের অন্তরাল হইতে সাধ্য হয় নাই। এখন নিকটে বন জঙ্গল নাই যে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া বাঁচিয়া যাইবে। তুই

নিশ্চয় জানিস্। তোর পরিশুষ্ক হৃদয়ের বিকৃতি রক্তধারে এই রঞ্জিত অসি আবার রঞ্জিত করিব। সূর্য্যরাগে মিশাইয়া উভয় অস্ত্র একত্র দেখিব। তুই যাবি কোথা? তোর মত মহাপাপীর স্থান কোথা?"

অশ্বারোহী যদি বাগ ডোরে জোর না রাখে, ঘোড়ার ইচ্ছানুযায়ী গতিতে যদি বাধা না দেয়। তবে অশ্বমাত্রই আপন বাসস্থানে ছুটিয়া আঁসিতে চেষ্টা করে।

এজিদ্ নিরাশ হইয়া হস্তস্থিত অশ্ব বল্গা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কোন পথে কোথায় গেলে, পশ্চাৎ ধাবিত যমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়াই, তুরঙ্গ গতি স্রোতে, অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছেন। রাজ অশ্ব রাজধানী অভিমুখেই ছুটিয়াছে। দামস্ক এজিদের রাজ্য। পথ ঘাট সকলই পরিচিত। রাজধানী অভিমুখে অশ্বের গতি দেখিয়া, তাহার নিরাশ হৃদয়ে নূতন একটি আশার সঞ্চার হইল। রাজপুরী মধ্যে যাইতে পারিলেই রক্ষা। মনের ব্যগ্রতায় এবং প্রাণের মায়ায় আকুল হইয়া, দুই হস্তে অশ্বে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই যেন, প্রাণ বাঁচাইতে পারেন। যুগল অশ্ব বেগে দৌড়িতে থাকুক, এই অবসরে এজিদের নূতন আশার কথাটা ভাঙ্গিয়া বলি।

হাজরাত্ মাবিয়াব লোকান্তর গমনের পর, এজিদ, মারিইয়ানার মন্ত্রনায়, দামস্ক পুরী সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে, ভূগর্ভে, এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ গুপ্ত পুরী প্রবেশ দ্বারও এমন সুন্দর কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, উদ্যানালঙ্কার নিকুঞ্জ ভিন্ন, দ্বার বলিয়া কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না। যে সময় অপেক্ষায় ঐ পুরী, আজ সেই সময় উপস্থিত। এজিদের প্রিয় পরিজন, আত্মীয় স্বজন, প্রাণভক্ত সকলেই ঐ গুপ্ত পুরী মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। তাহার প্রমাণও পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। যেখানকার যে জিনিস সেই খানেই পড়িয়া আছে, জনপ্রাণী মাত্র নাই। কোথায় যাইবে! শত্রু সেনা পরিবেষ্টিত পুরী মধ্য হইতে কোথায় পলাইবে। ঐ গুপ্ত পুরীই প্রাণ রক্ষার উপযুক্ত স্থান। এজিদের মনে সেই আশা। সে নীরস হৃদয়ক্ষেত্রে ঐ এক মাত্র আশা-বীজের নব অঙ্কুর। পুরীর কথা মনে পড়িতেই পরিবার পরিজনের কথা মনে হইয়াছে। কিঞ্চিৎ আশ্বস্তও হই-

য়াছেন। রাজপুরী পর হস্তগত হইলেও পরিবার পরিজন, কখনই পর হস্তগত হইবে না। দামস্ক পুরী তন্ন তন্ন করিলেও, তাহাদের বিষাদিত কায়া চক্ষে পড়া দূরে থাকুক, ছায়া পর্য্যন্ত নজরে আসিবে না। এখন উদ্যান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেই আর পায় কে। লতা পুষ্প জড়িত কুঞ্জ পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেই, হানিক দেখিবেন যে, এজিদ লতা পাতায় মিশিয়া গেল। পরমাণু আকারে পুষ্প রেণু সহিত মিশিবা পুষ্প দলে, দেহ ঢাকিয়া ফেলিল। যাহাই হউক, উদ্যান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেই এজিদের জয়। নগরও নিকটবর্ত্তী। এজিদ জন্মের মত দামস্ক নগরের পতন-দৃশ্য দেখিয়া চলিলেন। দেখিতে দেখিতে নগরের সুরক্ষিত সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার অবারিত, প্রহরি বর্জ্জিত। মৃত্যু দেহে, রাজপথ পরিপূরিত। শবাহারি পশু পক্ষীগণ মহা আনন্দিত। চক্ষের পলকে দ্বার পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী চক্ষে পড়িতেই দেখিলেন, যে উচ্চ উচ্চ মঞ্চে নানা আকারে নূতন পতাকা সকল, গগণস্থ লোহিত আভায় মিশ্রিয়া অর্দ্ধ চন্দ্র এবং পূর্ণ তারা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া, দামস্কের পতন-দৃশ্য দর্শকগণকে দেখাইতেছে। বিজয়-বাজনা তুমুল বেগে কর্ণে আসিতেছে। ক্রমেই নিকটবর্ত্তী। রাজপুরী অতি নিকটে। বন্দীগৃহ দূর হইলেও দৃষ্টির অদূর নহে। চক্ষে পড়িল। এজিদের চক্ষে দামস্কের বন্দীগৃহ পড়িতেই মন যেন কেমন করিয়া চমকিয়া উঠিল। এমন, শঙ্কট সময়েও এজিদের মন যেন কেমন করিয়া উঠিল। যেরূপে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিল, সরিয়া আসিল। কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। চিত্তক্ষেত্র হইতে সে, রূপরাশী একেবারে সরিয়া গেল। নামটী মনে উঠিল। মুখে ফুটিল না। দীর্ঘ নিশ্বাসও বহিল না। প্রমাণ হইল, প্রমদা অপেক্ষা প্রাণের দায়ই সমধিক প্রবল। এই সামান্য অন্যমনস্কে অশ্বগতি কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। মোহম্মদ হানিফ এই অবসরে ঐ পরিমাণ অগ্রসর হইয়া গভীর গর্জ্জনে বলিতে লাগিলেন।

"এজিদ মনে করিয়াছ যে, পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেই আজিকার মত বাঁচিয়া যাইবে। তাহা কখনই মনে করিও না। এই সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিতে জ্বলিতে তোমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবে। তোমার পক্ষে দামস্ক রাজপুরী, এইক্ষণ সাক্ষাৎ যমপুরী। কি আশায় সে দিকে দৌড়িয়াছ? দেখি-

তেছ না। উচ্চ মঞ্চে কাহার নিশান উড়িতেছে, দেখিতেছ না। রে নরাধম! তুই কি সেই এজিদ! আরবের সর্ব্বপ্রধান বীর হাসেনকে কৌশল করিয়া মারিয়াছিস্। ওরে! তুই কি সেই পামর। যে শীমার দ্বারা হোসেনের মস্তক কাটাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলি!"

মোহাম্মদ হানিফ ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বে কশাঘাত করিলেন। দ্রুতগতি অশ্ব পদশব্দে পুরজনগণ চমকিয়া উঠিলেন। বিজয়-বাজনা, আনন্দ রোল, জয়রবের কোলাহল ভেদ করিয়া, অশ্ব পদশব্দ মহাশব্দে সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া উদ্ধশ্বাসে সিংহদ্বার দিকে ছুটিলেন। এজিদ অশ্ব হইতে প্রথম উদ্যান, শেষে পুষ্প লতা সজ্জিত নিকুঞ্জ দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন।

মসহাব বাক্কা প্রভৃতি মহাবথীগণ, কেহ অশ্বে, কেহ পদব্রজে দ্রুতপদে অসি হস্তে আসিতেই হানিফা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"ভ্রাতাগণ। শান্ত হও। দোহাই তোমাদের ঈশ্বরের—শান্ত হও। এজিদ তোমাদের বধ্য নহে। বাধা দিও না। এজিদের গমনে বাধা দিও না। এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না।"

মোহাম্মদ হানিফের কথা শেষ না হইতেই, এজিদ এক লম্ফে অশ্ব হইতে নামিয়া উদ্যান অভিমুখে চলিলেন। হানিফাও ঐভাবে দুলদুলের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অসিহস্তে এজিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। এজিদ যথাসাধ্য দৌড়িয়া উদ্যানস্থ নির্দ্দিষ্ট নিকুঞ্জ মধ্যে যাইয়া ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিলেন, মোহাম্মদ হানিফও অতি নিকটে। বিকৃত এবং ভগ্নস্বরে বলিলেন, "হানিফ! ক্ষান্ত হও। আর কেন। তোমার আশা, তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার মুখেই রহিল, এজিদ চলিল। এই কথা বলিয়াই এজিদ গুপ্তপুরী প্রবেশদ্বার-কূপ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোহাম্মদ হানিফ রোষে অধীর হইয়া —"যাবি কোথা। নরাধম।

এই কথা বলিয়া বীর বিক্রমে হুঙ্কার ছাড়িয়া অসি হস্তে কূপ মধ্যে লম্ফ দিতেই বজ্রনাদে শব্দ হইল।

"হানিফ। এজিদ তোমার বধ্য নহে।"

মোহাম্মদ হানিফ থতমত খাইয়া উর্দ্ধ দিকে চাহিতেই প্রভু হোসনের

তেজোময় ছায়া দেখিয়া চমকিয়া পিছে হটিলেন। এবং ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিলেন। পুনরায় গভীর নিনাদে শব্দ হইল।

"হানিফ ক্ষান্ত হও, এজিদ তোমার বধ্য নহে।"

মোহাম্মদ হানিফ পুনরায় চক্ষু মেলিয়া তাকাইতেই দেখিলেন, মহা অগ্নিময় মহাতেজ অসংখ্য শিখা বিস্তারে সহস্র অশনিপাত সদৃশ বিকট শব্দ করিয়া নিকুঞ্জ মধ্যস্থ কূপ মধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল। এজিদের আর্ত্তনাদে উদ্যানস্থ পাখীকুল বিকটকণ্ঠে ভয়ে ডাকিয়া উঠিল। বাসা ছাড়িয়া, শাখা ছাড়িয়া, দিগ্বিদিক উড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। ভূকম্পনে তরু লতা সকল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। গাজীরহমান, মসহাব কাক্কা, উমরআলী, আক্কেলআলী প্রভৃতি উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া, নির্ব্বাকে হানিফার পশ্চাদে দণ্ডায়মান রহিলেন। মোহাম্মদ হানিফের ভাব ভিন্ন। মুখাকৃতি বিকৃতি অথচ ক্রোধে পরিপূর্ণ। হৃদয় হিংসানলে দগ্ধীভূত। স্থির নেত্রে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দণ্ডায়মান। তরবারী মুষ্ঠ দক্ষিণ হস্তে। পৃষ্ঠ বক্ষে সংলগ্ন। অগ্রভাগ বামস্কন্ধে স্থাপিত। আবার দৈববাণী।

"হানিফ দুঃখ করিও না। এজিদ কাহারও বধ্য নহে। রোজ কেয়ামত (শেষ দিন) পর্য্যন্ত এই কূপে এই জলন্ত হুতাসনে জ্বলিতে থাকিবে, পুড়িতে থাকিবে, অথচ প্রাণ বিয়োগ হইবে না।"

মোহাম্মদ হানিফ চমকিয়া উঠিলেন। তরবারীর অগ্রভাগ স্কন্ধ হইতে মৃত্তিকায় স্পর্শ করিল। অশ্ব বল্গা বাম হস্তে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন।

"এজিদ আমার বধ্য নহে। কাহারও বধ্য নহে। আর কি করিব? ইচ্ছা করিলে এক তীরে নরাধমের কলিজা পার করিতাম। হৃদয়ের রক্তধারে বর্শার অগ্রভাগ যে রঞ্জিত করিতে না পারিতাম, তাহাও নহে। এই তরবারী দ্বারাই নারকীর দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইত। তাহা করি নাই। চক্ষে চক্ষে সম্মুখে সম্মুখে না যুঝিয়া, অস্ত্রের চাকচিক্য না দেখাইয়া কাহার প্রাণসংহার করি নাই। ইহজীবনে কাহার পৃষ্ঠে আঘাত করি নাই। এজিদ পৃষ্ঠ দেখাইল। আর অস্ত্রের আঘাত কি? জীবন্ত ধরিব, সকলের সম্মুখে ধরিয়া আনিব, একত্র একসঙ্গে মনের আগুণ নিবারণ করিব, তাহা হইল না। মনের আশা মিটিল না। এত পরিশ্রম করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এখন কি করি!

প্রিয় বহমান! ভাই মুসহাব! হানিকার মনের আগুণ নিবিল না। আশা পূর্ণ হইল না। কি করি।

এই বলিয়া মোহাম্মদ হানিফ পুনরায় অশ্বে আবোহণ করিলেন। চক্ষের পলক উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন। গাজীরহমান মহা শঙ্কট কাল ভাবিয়া মসহাব কাক্কা, ওমরআলী প্রভৃতিকে বলিলেন,—

ভাবিয়াছিলাম, আজই বিষাদের শেষ। ভাবিয়াছিলাম, আজই বিষাদ-সিন্ধু পার হইয়া সুখ-সিন্ধুর সুখতটে সকলে একত্রে উঠিব, বোধ হয় তাহা ঘটিল না। শীঘ্র আসুন! বিলম্ব করিবেন না। আমি ভবিষ্যৎ বড়ই অমঙ্গল দেখিতেছি। আম্বাজাধিপতির মতি গতি ভাল বোধ হইতেছে না। শীঘ্র অশ্বে আরোহণ করুন। বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত। দয়াময়ের লীলা, বুঝিয়া উঠা মানুষের সাধ্য নহে।

পঞ্চম প্রবাহ।

এখন আর সূর্য্য নাই। পশ্চিম গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা খুলিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। তারাদল দলে দলে দেখা দিতে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ কেহ সন্ধ্যা-সিমন্তিনীর সীমন্ত উপবিষ্ট অম্বরে ঝুলিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন, কেহ বা সুদূরে থাকিয়া মিটি মিটি ভাবে চাহিতেছেন, ঘৃণার সহিত চক্ষু বন্ধ করিতেছেন, আবার দেখিতেছেন। মানবদেহের সহিত তারাদলের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই দেখিতে পারিতেছে না। কিন্তু বহু দূরে থাকিয়াও চক্ষু বন্ধ করিতে হইতেছে। কে দেখিতে পারে! অন্যায় নরহত্যা অবৈধ বধ কোন্ চক্ষু দেখিতে পারে। আজিকার উদয় সহিতেই হানিফার রোষের উদয়, তরবারী ধারণ। সে সূর্য্য অস্তমিত হইল, দুর্মদ প্রান্তরে মরুভূমিতে রক্তের স্রোত বহিল, কিন্তু মোহাম্মদ হানিফার জিঘাংসা বৃত্তি নিবৃত্তি হইল না। "এজিদ তোমার বধ্য নহে।" দৈববাণীতে, মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে বোধ এবং ভয় একত্র এক সময় উদয় হইয়াছে। উদ্যান মধ্যে উর্দ্ধমুখী হইয়া, স্থিরনেত্রে ক্ষণকাল চিন্তার কারণও তাহাই। এক সময়ে দুই ভাব। পরস্পর বিপরীত ভাব।

নিতান্তই অসম্ভব, কিন্তু হইয়াছে তাহাই। ভয় এবং রোষ। বীর-হৃদয় ভয়ে ভীত হইবার নহে। তবে যে কিঞ্চিৎ কাঁপিয়া ছিল, দৈববাণী বলিয়া, প্রভু হোসেনের জ্যোতিঃর্ম্ময় পবিত্র ছায়া দেখিয়া, নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের স্থান হইল না। সুতরাং রোষেরই জয়। প্রমাণ—অশ্বে আরোহণ, সজোরে কশাঘাত।

কানন দ্বার পার হইয়া, এজিদের গুপ্তপুরী প্রবেশদ্বার আবরিত ঃ াত্র বেষ্টিত নিকুঞ্জ প্রতি একবার চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন। দুর্গন্ধময় ধুমরাশী হু হু করিয়া আকাশে উঠিতেছে, বাতাসে মিশিতেছে। রাজপুরী পশ্চাৎ রাখিয়া দামস্ক নগরের পথে চলিলেন। যে তাঁহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাহারই জীবন শেষ হইল। বিনা অপরাধে হানিফার অস্ত্রে জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া খণ্ডিত দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। জয়নাল ভক্ত প্রজাগণ, এজিদের পরিণাম দশা দেখিতে আনন্দ উৎসাহে রাজপুরীর দিকে দলে দলে আসিতেছেন। হানিফার রোষাগ্নিতে পড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। আপন প্রতিপালক রক্ষক হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

এজিদ সহ মোহাম্মদ হানিফ নগরে প্রবেশ করিলেই নগর প্রবেশ দ্বারে প্রহরি বসিয়াছিল, প্রহরিগণ মোহাম্মদ হানিফকে আসিতে দেখিয়াই সতর্ক ও সাবধান সহিত কর্ত্তব্যকার্য্যে তৎপর হইল। নিকটে আসিতেই প্রহরিগণ মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল। মস্তক উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয়বার সম্ভাষণের আর অবসর হইল না। প্রভু অস্ত্রে প্রহরিগণ—মস্তক দেহ হইতে ভিন্ন হইয়া সিংহদ্বারে গড়াইয়া পড়িল। দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া দীন হীন দরিদ্র ব্যক্তি সন্ধ্যাগমে নগরে আসিতেছে, পথিক পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম হেতু লোকালয়ে আসিতেছে, ত্রস্তে পদবিক্ষেপ করিতেছে—কত কথাই মনে উঠিতেছে। চক্ষের পলকে কথা ফুরাইয়া গেল, হানিফার অস্ত্রে বিনামেঘে বজ্রাঘাত সদৃশ জীবলীলা পথিমধ্যেই সাঙ্গ হইল।

গাজীরহমান, মস্হাব কাক্কা প্রভৃতি যথাসাধ্য ত্রস্তে আসিয়াও মোহম্মদ হানিফকে নগরে পাইলেন না। সিংহদ্বারে আসিয়া যাহা দেখিবার দেখিলেন। প্রান্তরে আসিয়া স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন, আম্বাজ ভূপতি যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার জীবন শেষ করিয়া। ক্রমেই

অগ্রসর হইতেছেন। এখনও ঘোর অন্ধকারে দামস্ক-প্রান্তর আবরিত হয় নাই। ঘোরনাদে শব্দ হইল—

"মহাম্মদ হানিফ!"

নিজ নাম শুনিতেই মহাম্মদ হানিফ একটু থামিয়া দক্ষিণ বাঁমে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গাজীরহমান প্রভৃতিও ঐ শব্দ শুনিয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না।—স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন। এবং স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন।—যেন আকাশ ফাটিয়া, প্রান্তর কাঁপাইয়া শব্দ হইতেছে।

"হানিফ! একটী জীব সৃষ্টি করিতে কত কৌশল তাহা তুমি জান? সৃষ্ট জীব বিনাশ করিতে তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনা কারণে জীবের জীবলীলা শেষ করিতে তোমার হস্তে তরবারী দেওয়া হয় নাই। তোমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ জন্য, মনুষ্য-কুলের জন্য হয় নাই। বিনাশ করা অতি সহজ, রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সৃজন করা আরও কঠিন। এত প্রাণী বধ করিয়াও তোমার বধেচ্ছা নিবৃত্তি হইল না। জয়ের পর বধ, ইহা অপেক্ষা পাপের কার্য্য আর কি আছে? নিরপরাধীর প্রাণ বিনাশ করা অপেক্ষা পাপের কার্য্য জগতে আর কি আছে? তুমি মহাপাপী! তোমার প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, দুল দুল সহিত রণবেশে, রোজকেয়ামত পর্য্যন্ত প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ থাক!"

বাণী শেষ হইতেই নিকটস্থ পর্ব্বত মালা হইতে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া বিকট শব্দে মহাম্মদ হানিফকে ঘিরিয়া ফেলিল। মহাম্মদ হানিফ বন্দী হইলেন। রোজকেয়ামত পর্য্যন্ত ঐ বন্দী অবস্থায় থাকিবেন।

উপসংহার।

গাজীরহমান মসহাব কাক্কা প্রভৃতি এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া শত শত বার ঈশ্বরে নমস্কার করিলেন। ম্লানমুখে মন্দ মন্দ গতিতে প্রাচীর নিকটে যাইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু মানুষ দূরে থাকুক সামান্য

একটী পিপীলিকা প্রবেশেরও সুযোগ পথ খুঁজিয়া প্রাপ্ত হইলেন না। ধন্য কৌশলির কৌশল।

গাজীরহমান কোন সন্ধান করিতে না পারিয়াই হউক, কি কোন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াই হউক, কয়েকবার ঐ প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাচীর নিকটে মাথা নোওয়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রাচীর মধ্যে যেন ঘোড়ার পদ শব্দ শুনা যাইতেছে। মসহাব কাক্কা প্রভৃতিও সে শব্দ শুনিতে পাইলেন।

পাঠক। সেই প্রাচীর এক্ষণে পর্ব্বতে পরিণত। ঐ পর্ব্বতের নিকটে যাইয়া কাণ পাতিয়া শুনিলে আজ্ পর্য্যন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যায়।

"রোজ কেয়ামত" পর্য্যন্ত মহাম্মদ হানিফ ঐ প্রাচীর মধ্যে অশ্ব সহ আবদ্ধ থাকিবেন। দৈববাণী অলঙ্ঘনীয়। যাহা অদৃষ্টে ছিল হইল। যাহা দয়াময়ের ইচ্ছা ছিল, তাহা সম্পূর্ণ পূর্ণ হইল। আর বৃথা এপ্রান্তরে থাকিয়া লাভ কি? গাজীরহমান এই কথা বলিয়া নগরাভিমুখী হইলেন। সঙ্গীরাও তাঁহার পশ্চাদবর্ত্তী হইলেন।

সূর্য্য ডুবিল। অন্ধকার আবরণে জগৎ অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। বিষাদ-সিন্ধুর ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ। সিন্ধু, পার হইয়াও হইতে পারিলাম না।—আশা মিটিল না, পূর্ণ সুখ, জগতে নাই। কাহারও ভাগ্য-ফলকে ষোল আনা সুখ ভোগের কথা লেখা নাই। সুতরাং বিষাদ-সিন্ধু পার হইয়া সুখ-সিন্ধুতে মিশিতে পারিলাম না।

জয়নাল আবদিন পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পরিবার পরিজনকে বন্দীখানা হইতে উদ্ধার করিয়া বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত রাজভবনে আনিয়াছেন। মদীনা, দামস্ক উভয় রাজ্যই এখন তাঁহার করতলে। উভয় সিংহাসনই এখন জয়নাল আবেদিনের বসিবার আসন। পরম শত্রু, পৈতৃক শত্রু এজিদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে। ধন জন রাজ্যপাট সকলই গিয়াছে। যদিও প্রাণ যায় নাই।—কিন্তু, দেহ দৈবাগ্নিতে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত কূপ মধ্যে, এজিদ-দেহের অন্য কোন ক্রিয়া নাই। সে দেহ মানুষেরও, আর দেখিবার সাধ্য নাই। সুতরাং সাধারণ-চক্ষে এজিদ বধই সাব্যস্ত করিতে হইবে। সুখের এই শেষ! আরও অধিক সুখের কথা হইত, যদি

মহাম্মদ হানিফ দৈবনির্ব্বন্ধন প্রস্তর-প্রাচীরে চির আবদ্ধ না হইতেন। হায়! আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! সিন্ধু পার হইয়াও হইতে পারিলাম না। বিষাদ রহিয়াই গেল। বিষাদ-সিন্ধু বিষাদ-সিন্ধুই রহিয়া গেল! হায়! হাসেন! হায়! হোসেন! হায় মহাম্মদ হানিফ! মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিয়া সজল নয়নে বিদায় হইতে হইল।